নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা

৫ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২২ শ্রাবণ – ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩ ঃ ০৮ আগষ্ট – ১৪ আগষ্ট, ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 41, 08 August - 14 August 2026 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আর আশঙ্কা নয়, এবার রাজ্য পুলিশের এসটিএফ–এর

জালে জঙ্গী সন্দেহে বর্ধমান শহরের এক আবাসন থেকে ধরা পড়ল ২৩ বছরের হামিম মন্ডল। তদন্তকারীদের সন্দেহ, হামিমের সঙ্গে যোগ রয়েছে আইএসআই এবং ভাট্টি গোষ্ঠীর।

রবিবার: ভিডি ভিসি ভিনি। তসলিমা কলকাতা এলেন, পুরানো

শহর দেখলেন, মন জয় করলেন। রবীন্দ্র সদনের মেগা অনুষ্ঠানে নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করলেন, নাগরিক সম্মান পেলেন, মুখ্যমন্ত্রীর থেকে আশ্বাস পেলেন নিরাপত্তার। রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদল হতেই মৌলবাদীদের ভূমিকাও সদর্থক।

সোমবার : ইরানের উপর ফের আক্রমণ শুরুর অবস্থান থেকে

সরে এলেন আমেরিকা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সহযোগী দেশের অনুরোধেই এই বিরতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন ট্রাম্প। তবে আমেরিকার অস্ত্র ভাণ্ডারে টানই হল এর আসল কারণ বলে ওয়াকিবহল মহলের ধারণা।

মঙ্গলবার : জেন–জিদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদীর বার্তা সমাজ মাধ্যম থেকে প্রায় ৫ ঘন্টার জন্য মুছে ফেলার জন্য ভারতের কড়া অবস্থানের কাছে মাথা নত করে ক্ষমা চাইল মেটা কর্তৃপক্ষ। তবে আরও ব্যাখ্যা চেয়েছে ভারত।

বুধবার: সরকারি হাসপাতালের রোগীদের খাবারের বরাদ্দ বাড়িয়ে

নতুন দর ঘোষণা নিয়ে জটিলতা কাটলো কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে। এ ব্যাপারে সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশ বাতিল হওয়ায় রোগীদের খাবারের মান উন্নয়নে বাধা থাকলো না।

বৃহস্পতিবার: সরকারি হাসপাতালগুলিতে আচমকা

পরিদর্শন শুরু করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা। এবার কাউকে কিছু না বলে ওয়াটগঞ্জ ও খিদিরপুর থানায় পৌঁছে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী। খতিয়ে দেখলেন কাজকর্ম থেকে পরিকাঠামো।

শুক্রবার: হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আরজি কর হাসপাতালে

মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়া ধর্ষণ–খুন মামলায় নতুন রিপোর্ট জমা দিল নতুন করে গড়া সিবিআই তদন্তকারী দল। পড়ুয়ার মা–বাবার কথা শুনে সেই মত তদন্ত এগোচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পশ্চিমবঙ্গ হারিয়ে মরিয়া জিহাদিরা

ওঙ্কার মিত্র

রাজ্য পুলিশের এসটিএফের জালে বর্ধমান থেকে হামিম মন্ডল ধরা পড়তেই যে সব তথ্য বেরিয়ে আসছে তাতে পরিষ্কার, পালা বদলের পরেও বাংলায় জিহাদিদের দৌরাত্ম এতটুকুও কমে নি, বরং অন্য মাত্রা পেয়েছে। এসটিএফ সূত্র অনুযায়ী গত ৪মের আগে যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিল বন্ধু পালা বদলের পরে সেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীই হিট লিস্টে।

ভারতে ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষের এই বীজ নিজেদের শাসনের স্বার্থে বপন করেছিল ব্রিটিশরা। দেশভাগের নেপথ্যেও ছিল সেই একই বিভেদ। ভারতের তৎকালীন কর্ণধাররা এই বীজকে উপড়ে ফেলার বদলে তাতেই জল দিয়ে লালন পালন করে গেছেন নিজেদের ক্ষমতার হাতিয়ার হিসাবে। ফলে দেশ ভাগ হয়েছে, ব্রিটিশ বিদায় নিয়েছে, সেইসব নেতারা চলে গিয়েছেন কিন্তু সেই ধর্মীয় বিদ্বেষ আজও শেষ হয় নি। যত

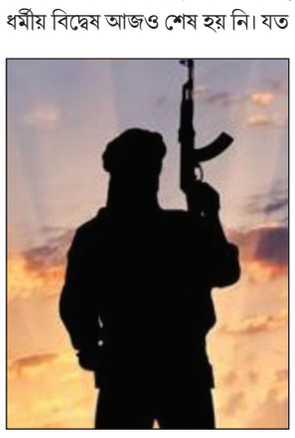

দিন গিয়েছে তার নখ দাঁত আরও ধারালো হয়েছে।

সেই বীজ থেকে বেড়ে ওঠা বিষবৃক্ষ এখন ফুলে ফলে পল্লবিত। তার শিকড় ভারতের সনাতন ভূমিতেও ছড়িয়েছে নিঃশব্দে। তার ফল, ভারত ইসলামী জেহাদের শিকার। স্বাধীনতার পর থেকে পাকিস্তানের ভারত বিরোধী শক্তি চাইছে ভারতের সর্বনাশ। তাদের নজর জম্মু কাশ্মীর ও পশ্চিমবঙ্গে। এই দুটোতেই ছিল তাদের বন্ধু সরকার। দুটোতেই ছিল অবাধ অনুপ্রবেশের সুযোগ। এই দুটি রাজ্যেই তাদের মিলত ভারতের নথি। এই দুই সীমান্ত শহর দিয়ে ঢুকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সুব্যবস্থা। এই দুই ভারত ভুখন্ডের সরকার এদের কুনজরে দেখতো না।

২০১৯ সালে ভারত সরকার জম্মু কাশ্মীরের থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে একটা ছিদ্র প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। এখন সেখানে নাশকতা চালালে অপারেশন সিঁদুরের সামনে পড়তে হচ্ছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

রাজ্যে জিহাদী রুখতে অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড

কুনাল মালিক

রাজ্যে ক্রমবর্ধমান জিহাদী জঙ্গি কার্যকলাপ রুখতে বা তাদের মোকাবিলায় রাজ্য সরকার আরো একটি কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট ও দিল্লী পুলিশের মত পশ্চিমবঙ্গেও একটি 'অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়ার্ড' বা এটিএস গঠনের পরিকল্পনা শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। নবান্ন সূত্রে খবর এই নতুন স্কোয়ার্ড গঠন করার জন্য ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি এসটিএফএফের হাতে ধৃত জিহাদী জঙ্গি হামিম মণ্ডল ও অর্পিতা সরকারের ঘটনায় এই স্কোয়ার্ড গঠনের তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে জঙ্গি দমনের দায়িত্বে আছে রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের পৃথক দুটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স।

নতুন পরিকল্পনায় ঠিক হয়েছে এই দুটি টাস্ক ফোর্সকে একত্রিত করে নতুন একটি অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়ার্ড তৈরি করা হবে। হামিম মণ্ডল এবং অর্পিতা সরকারকে জেরা করে নানা তথ্য উঠে আসছে গোয়েন্দাদের হাতে। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, এ রাজ্যে জামাত উল মুজাহিদীন বাংলাদেশ, আইএস, আকিস, লস্কর সহ একাধিক জঙ্গি সংগঠন বিভিন্ন এলাকায় নানা মডিউল তৈরির চেষ্টা করছে। এর সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ মদতেরও অভিযোগ উঠছে। গোয়েন্দা সূত্রের আরো খবর, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাশাপাশি বেশ কিছু খারিজি মাদ্রাসার মাধ্যমেও তরুণ–তরুণীদের মগজ ধোলাইয়ের কাজ চালাচ্ছে জিহাদী জঙ্গীরা।

এরপর দুয়ের পাতায়

নেতাজিকে অপমান এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করার পর নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ ক্ষমা চাওয়া দূরের কথা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকেও অপমান করে বসলেন। নেতাজিকে যেভাবে তিনি অপমান করেছিলেন তার রেশ ধরে রাজবংশী সমাজের কেউ কেউ অতি ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে বাঙালির নয়নের মণি নেতাজিকে নিয়ে অশ্লীল এবং অপমানজনক পোষ্ট করে বারবার এক নোংরা খেলায় মেতেছে। মনে হচ্ছে, গ্রেটার কোচবিহারের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে যেখানে লেখা রয়েছে রাজবংশী ও বাঙালী দুটি আলাদা জাতি, একসাথে বসবাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু অনন্ত মহারাজ ও রাজবংশী সমাজের এ হেন কাজকর্মের অন্তর্নিহিত কারণ কি হতে পারে তা বিশেষজ্ঞরা খতিয়ে দেখবার কথা ভাবছেন। রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বাঙালীর প্রাণপ্রিয় নেতা নেতাজি

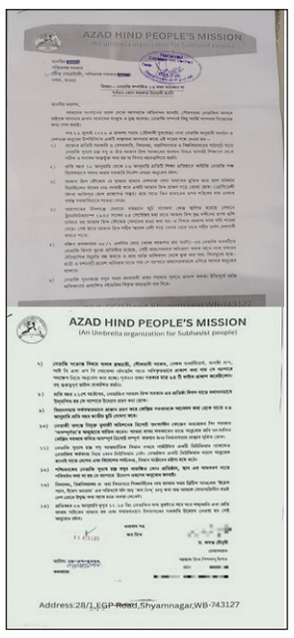

সুভাষচন্দ্রকে অপমান করার এ সুযোগ বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ কিভাবে পেলেন সে নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এরপর দুয়ের পাতায়

বালির রাস্তায় আতঙ্ক

সুমন আদক, হাওড়া : বালি থেকে হাওড়া যাওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিটি রোড এবং গিরিশ ঘোষ রোডে রাস্তার অবস্থা বেহাল। প্রতিদিনই পড়ুয়াদের প্রাণ হাতে নিয়ে এই

ভাঙাচোরা রাস্তা পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়। খানাখন্দে জল জমা রাস্তায় নাজেহাল শহরবাসী। বেলুড় থেকে হাওড়া যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গিরীশ ঘোষ রোডের ধর্মচক্র বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। তার উপর বৃষ্টির জল জমে মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনই উল্টে যাচ্ছে টোটো। খারাপ হচ্ছে গাড়ি। এলাকাবাসী চান দ্রুত এই রাস্তা সারাইয়ের কাজ শুরু হোক। পথচারী অভিষেক শর্মা বলেন, গিরীশ ঘোষ রোড এবং পুরো জেএন মুখার্জি রোডের রাস্তার বেহাল অবস্থা। বাচ্চারা স্কুলে যায় প্রাণ হাতে নিয়ে।

এরপর দুয়ের পাতায়

বক্রেশ্বরের রাস্তা বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : বর্ষা পড়তেই বীরভূম জেলার বিভিন্ন রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের

চিনপাই ব্যাঙ্ক মোড় থেকে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধার হয়ে রাজনগর যাবার রাস্তার বেহাল দশা। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নীল নির্জন জলাধার যাওয়ার প্রধান রাস্তাটি বর্তমানে পিচ উঠে পাথর বেরিয়ে গেছে। সারাবছর দূরদুরান্ত থেকে বহু মানুষ নীল নির্জন জলাধারটি দেখতে আসে। এছাড়াও শীতকালে ওই জলাধারে পিকনিক করতে উপচে পড়ে ভিড়।

বীরভূম জেলার বিখ্যাত পাথরচাপুড়ি দাতাবাবার মাজার। চৈত্র মাসে সেখানে মেলা বসে। সেই মেলা দেখতেও লক্ষ লক্ষ মানুষজন এই রাস্তা দিয়ে চারচাকা গাড়ী করে যাতায়াত করে।

বিজেপির শুদ্ধিকরণে আরএসএসের দাওয়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে ১৫ বছর পর তৃণমূল সরকারের পতন হয়েছে এবং বিজেপি সরকার প্রথম এই রাজ্যে সরকার গঠন করেছে বিশাল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে। বিজেপি সরকারের বয়স সবেমাত্র ৩ মাস অতিক্রম করেছে। কিন্তু এরই মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি নেতা কর্মী ও বিধায়কদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের খবরও আসছে। ভোট পরবর্তী সময়ে অনেক তৃণমূলীরাও এখন চেষ্টা করছে বিজেপির দলের সঙ্গে মিশে যেতে। এই সমস্ত নানা বিষয়কে মাথায় রেখে সম্প্রতি বিজেপির বিধায়কদের নিয়ে দু দফায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শীর্ষ নেতারা একটি সমন্বয় বৈঠক করলেন।

বৈঠকে আরএসএস–এর

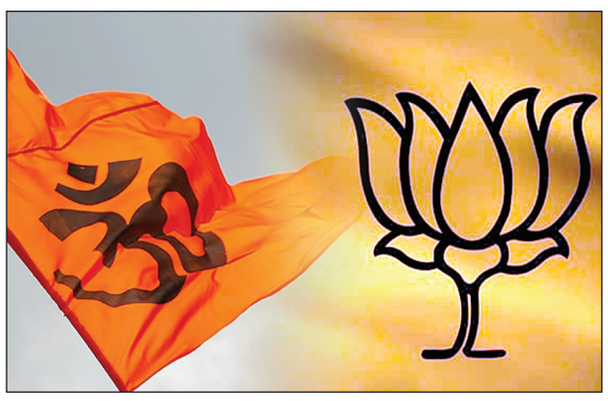

শীর্ষ নেতারা বিজেপি বিধায়কদের বলেছেন, প্রশাসনের ব্যাপারে কেউ যেন নাক না গলান। প্রশাসনকে প্রশাসনের মতো চলতে দিতে হবে। বিধায়কদের আরো মানুষদের পরিষেবা দিতে হবে এবং সকলের আপদে–বিপদে থাকতে হবে। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে কোন মন্ডল যখন কোন কর্মসূচি করছে সেখানে বিধায়করা উপস্থিত হচ্ছেন না। আবার বিধায়করা যখন কোন কর্মসূচি করছেন সেখানে দলের নিচু তলার কর্মীরা উপস্থিত হচ্ছেনা। এই অসমন্বয় অবস্থা দূর করতে হবে। বিশেষ করে শ্রমিক বা হিন্দুত্ববাদী কোন সংগঠনের যদি কর্মসূচি থাকে, সেই সমস্ত কর্মসূচিকে নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন এলাকার মন্ডল কমিটি এবং জেলা কোর কমিটিকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। কিছু কিছু জায়গা থেকে বিজেপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ আসছে সে ব্যাপারে এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ আবাস

দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : রাজ্য সরকারের গ্রামীণ আবাসন প্রকল্প 'বাংলার বাড়ি'–র নাম পরিবর্তন করে রাখা হল 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'। সরকার পরিবর্তনের পর ৬ আগস্ট থেকে এই নতুন নামেই দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্ন থেকে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার সাগর ব্লকেও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ১০ জন উপভোক্তার হাতে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকার শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এই টাকা যেন কোনোভাবেই আজেবাজে খাতে খরচ না করা হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

বিভ্রান্তি ছড়ালে আইনত ব্যবস্থা

রাজ্যজুড়ে গজিয়ে ওঠা অন্নপূর্ণা বিতর্কে জল ঢাললেন শুভেন্দু

প্রিয় মিত্র : রাজ্যে বিজেপি সরকারের সবেমাত্র ৩ মাস অতিক্রম হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে রাজ্যজুড়ে একটা গেল গেল রব উঠেছে। বিশেষ করে অন্নপূর্ণা যোজনায় এখনো আগস্ট মাসের ৭ তারিখ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেন টাকা ঢোকেনি সে বিষয়ে সর্বত্র চর্চা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরনের গুজব–বিভ্রান্তও ছড়ানো হচ্ছে। জুলাই মাসে কারা অন্নপূর্ণা যোজনায় টাকা পেয়েছেন, আগস্ট মাসে কারা পাবেন না, আদৌ অন্নপূর্ণা দেওয়া হবে কিনা এসবই এখন আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে রাজ্যজুড়ে।

এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিষ্কার বলেন, 'দেখুন আমরা যেহেতু বলেছিলাম ক্ষমতায় আসলে পয়লা জুন থেকে অন্নপূর্ণা যোজনায় ৩০০০ টাকা করে যোগ্য মহিলাদের দেব সেজন্যই জুন মাসে আমরা শুরু করে দিয়েছি এবং প্রায় ১ কোটি ১৯ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পে টাকা পেয়েছে। কিন্তু তারপরে দেখা গেল বেশ কিছু অযোগ্য আবেদনকারীও টাকা পাচ্ছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

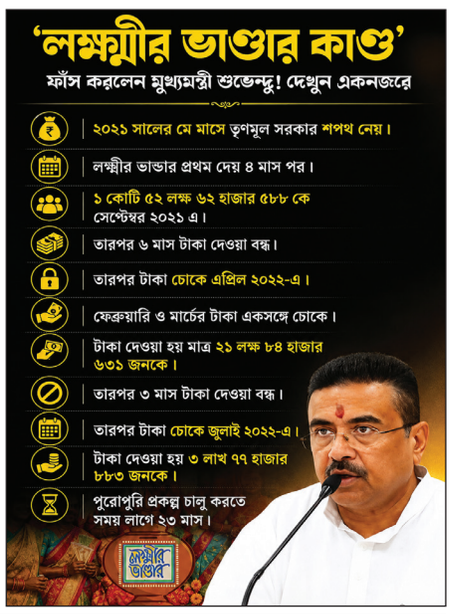

বন্ধ রেশন নামখানায় ক্ষোভ

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : কাজের সূত্রে রয়েছেন সুদূর বিদেশে! অথচ সরকারি খাতায় তিনি নাকি 'মৃত'! সেই অজুহাতে কেটে দেওয়া হয়েছে তার রেশন সার্ভিস। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকলো নামখানা ব্লকের হরিপুর গ্রাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিপুর গ্রামের বাসিন্দা নকুল গিরি বর্তমানে কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন। পরিবারের অভিযোগ, প্রায় ৩ মাস ধরে নকুলবাবুর নামের রেশন মিলছে না। পরবর্তীতে রেশন সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে যাচাই করতে গিয়ে আঁতকে ওঠেন নকুলবাবুর স্ত্রী নীলিমা গিরি। তিনি দেখেন, সরকারি নথিতে তার জীবিত স্বামীকে 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেই কারণেই রেশন কার্ডটি সম্পূর্ণ ব্লক করে দেওয়া হয়েছে! বিষয়টি সামনে আসতেই সুবিচারের আশায় রেশন ডিলার থেকে শুরু করে ব্লক খাদ্য দপ্তরে একাধিকবার দৌড়ঝাঁপ করেন নীলিমাদেবী। কিন্তু দীর্ঘ দিন কেটে গেলেও প্রশাসনিক গাফিলতি মেটেনি। শেষমেশ সত্য উদ্ঘাটন করতে নামখানার বিডিও–র কাছে আরটিআই করেছেন তিনি।

তাঁর স্পষ্ট প্রশ্ন 'কোন নথির ভিত্তিতে আমার জীবিত স্বামীকে সরকারি খাতায় 'মৃত' দেখানো হল? কার নির্দেশে রেশন কার্ডটি ব্লক করা হল, সেই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রের কপি অবিলম্বে দিতে হবে।' একজন জ্যান্ত মানুষকে কীভাবে সরকারি নথিতে মৃত বানিয়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে এখন তীব্র ক্ষোভ ও বিস্ময় ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। প্রতিবেশী যমুনা নিয়োগী ও শম্ভু দলপতিদের বক্তব্য, 'এ তো চরম গাফিলতি! কোন তথ্যের ভিত্তিতে ওকে মৃত দেখানো হল? এর পেছনে কাদের হাত রয়েছে, তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার।'

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও। বিজেপি নেতা কালাচাঁদ ভূঞ্যা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'ভোটের আগে তৃণমূল জমানায় ঘটে যাওয়া এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। একজন জীবিত মানুষকে নথিতে মেরে ফেলে পরিবারকে রেশন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর পেছনে যারা জড়িত, তদন্ত করে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'

যদিও ঠিক কী কারণে নকুল গিরিকে 'মৃত' দেখানো হল এবং কোন প্রক্রিয়ায় অনলাইন পোর্টালে তার কার্ডটি ব্লক করা হল, তা এখনও প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট নয়। বিডিও–র কাছ থেকে আরটিআই–এর জবাব পেলেই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলে আশায় দিন গুনছে ভুক্তভোগী গিরি পরিবার।

গতিতে সরকারের থেকে কি পিছিয়ে পড়ছে দল?

প্রণব গুহ

পালা বদলের বাংলায় পাশাপাশি চলতে শুরু করেছে দুটি ট্রেন। একটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, যেটিকে ১১ মে চালাতে শুরু করেছেন শুভেন্দু অধিকারী, আর একটি বিজেপি দলের, ভোটের আগে থেকেই যার দায়িত্ব নিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। তবে মাস তিনেক যাওয়ার পর মনে হচ্ছে ডবল ইঞ্জিনে ভর করে শুভেন্দু এক্সপ্রেস যে গতিতে ছুটছে, আগে চলতে শুরু করেও তার সঙ্গে সম্ভবত পাল্লা দিতে পারছে না শমীক এক্সপ্রেস। রাজ্যে বিপুল জয়ের পর বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য পরিষ্কার করে বলেছিলেন, আমাদের যে সরকার হবে তা বিজেপির নয়, মানুষের সরকার। সরকার চলবে সরকারের মত, দল চলবে দলের মত। যদিও শমীকের এই ঘোষণা ছিল আট দশকের বঙ্গ রাজনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান। গত ৮০ বছরে এখানে সরকার ও দলকে কখনও আলাদা করা যায় নি, প্রশাসন চলেছে শাসক দলের অঙ্গুলিহেলনে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে এই অভিনব পথচলা নিয়ে তৈরী হয়েছে বিপুল আগ্রহ।

শুরুও হয়েছে শমীকের কথা মত। সরকারের স্টিয়ারিং হাতে নিয়েই শুভেন্দু এক্সপ্রেস রকেট গতিতে শুরু করেছে সংস্কার থেকে উন্নয়নের কাজ। সংকল্পপত্র অনুযায়ী ভাতা, সরকারি কর্মচারীদের ডিএ, মহিলাদের দ্বিগুণ ভাতা ও বিনামূল্যে বাস পরিষেবার সঙ্গে শিল্পস্থাপন, সরকারি পদ পূরণ ও ১২৫ দিন কাজের গ্যারান্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের যে দিশা তিন মাসের মধ্যে সরকার দেখাচ্ছে তার প্রশংসা না করে পারেনি বিরোধীরাও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত

শাহ স্বয়ং এসে জানিয়ে গিয়েছেন, শুভেন্দুর কাজের গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না কেন্দ্রও। কেবল মাত্র অর্থনীতি নয়, রাজ্যে যে গতিতে প্রশাসনিক সংস্কারের কাজ চলছে তা এ রাজ্যে বিরল। শুভেন্দু এক্সপ্রেসের আরও একটা ঘোষিত গন্তব্য হল দুর্নীতিমুক্ত ও অপরাধমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ। সরকারের ৩ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বহু পুরানো ছোট বড় কেসের ফাইল নতুন করে যে ভাবে খুলেছে, দুর্নীতিরোধে কমিশন তৈরী হয়েছে, গুন্ডা দমন আইন পাস হয়েছে তাতে সরকার একটা কড়া বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছে এতদিনের দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীদের মধ্যে।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি বৃদ্ধি

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার অভিজ্ঞ

আজ এই লেখা যখন লিখছি বুধবার সকালে রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ নীতি ঘোষণা হয়েছে এবং সেখানে রেপো রেট ৫.২৫% অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২০২৭ অর্থবছরে জিডিপি ফোরকাস্ট বাড়িয়ে ৬.৭% করা হয়েছে, মুদ্রাস্ফীতি ৫% থাকার সম্ভাবনা অনুমান করা হয়েছে যদিও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখাই আমরা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি সম্পর্কে বলেছিলাম বাজার উপরের দিকে ২৪,৫০০ থেকে ২৪,৭০০ পর্যন্ত এবং নিচের দিকে ২৩,৮০০ থেকে ২৪,০০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। গতকাল শেষ হওয়া সূচক নিফটি এবং সারা সপ্তাহে ধরে বাজার ওই রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। আগামী সপ্তাহে বাজার উপরের দিকে ২৫০০০ এবং নিচের দিকে ২৪,০০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা বেশি। নিচের দিকে যত আসবে তত কেনার পরিমাণ বাড়বে এবং বারবার বাজার উপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। ত্রৈমাসিক যেসব রেজাল্ট বের হচ্ছে তাতে স্টক স্পেসিফিক মুভমেন্ট দেখা গেলেও সার্বিকভাবে বাজারকে উপরে যেতে হলে সেটা কাঁচা তেলের উপর সরাসরি নির্ভর করছে। সত্যি বলতে কি এই মুহূর্তে কাঁচা তেল এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি পরস্পর বিপরীতমুখী মুভমেন্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন দেখার কাঁচা তেলের আগস্ট ফিউচার ৬,৮০০ এই লেভেলের নিচে যেতে পারে কিনা তাহলেই নিফটি ২৫,০০০ পার করতে পারবে।

অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড

প্রথম পাতার পর

তাছাড়া গোয়েন্দাদের নজরে বেশ কিছু সীমান্তবর্তী জেলাও এখন উঠে এসেছে। বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, মালদহ, হাওড়া সহ প্রভৃতি জেলায় জিহাদী জঙ্গিদের আনাগোনা বেড়েছে। তাদের প্রতিরোধ করতে বা রাজ্যে জঙ্গি জিহাদী কার্যকলাপ রুখতে অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়ার্ড বাংলায় গঠন করা অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়ার্ডে বা এটি এসে নেতৃত্বে থাকতে পারেন একজন আইজি পদমর্যাদার পুলিশকর্তা তার অধীনে ডিআইজি এসপি সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা নিযুক্ত থাকবেন কলকাতা এবং তার সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় এটিএসের মূল দপ্তর গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে।

বালির রাস্তায় আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

গাড়ি নিয়েও অনেকজন পড়ে গেছেন। টোটো উল্টে যাচ্ছে। রাস্তার অবস্থা এতোই খারাপ যে গাড়ির টায়ার কতদিন বাঁচবে জানিনা। প্রত্যেক দিন দুর্ঘটনা ঘটছে। টোটো উল্টে যাচ্ছে, চাকা পাংচার হয়ে যাচ্ছে। বেলুড়ের বাসিন্দা এক পথচারী বলেন, কি করব? এই পরিস্থিতিতেই তো যেতে হচ্ছে আমাদেরকে। খুব অসুবিধা হয়। রাস্তা ঠিক করলে তবে আমরা খুব উপকৃত হব। অসুবিধা হচ্ছে বাচ্চাদেরও। পথচারী টুম্পা রানা বলেন, এককে সময় তো গাড়ি উল্টে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়। প্রশাসনকে বলব যে রাস্তাটা যাতে দ্রুত ঠিক করে।

রাজ্যের পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন, 'রাজ্যের নতুন সরকারের বয়স হচ্ছে মাত্র আড়াই মাস। আগে যে সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় ছিল তারা পথশ্রী এবং আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান এই দুটি প্রকল্প চালু করেছিল। যেখানে প্রয়োজন ছিল না সেখানেও রাস্তা হয়েছে। নর্দমার জল কোথা দিয়ে বেরবে তার কোনও প্ল্যান ছিল না। পাশাপাশি মেইন রাস্তার কাজ কিছু হয়নি। ফলে রাস্তার হাল অত্যন্ত খারাপ। রাস্তায় জল জমে রাস্তার অবস্থা খারাপ। এখন প্যাচওয়ার্ক করার কাজ করছি। বর্ষা শেষ হলেই হাওড়া শহরের ৯০ শতাংশ নতুন করে রাস্তা তৈরি হবে।'

জল ঢাললেন শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

পূর্বের সরকারও লক্ষী ভান্ডার–এর নামে অনেক পুরুষকেও টাকা দিয়েছে। যাতে এই ধরনের কোন ভুল ভ্রান্তি না হয় তাই এখন চেকিং চলছে। আগামী ১০ আগস্ট এই প্রসঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করব কারা টাকা পাবেন, কারা টাকা পাবেন না তার বিস্তারিত তথ্য দেব। তবে ১৭ আগস্ট থেকে অন্নপূর্ণা যোজনায় টাকা ঢুকবে এবং যতদিন বিজেপি সরকার থাকবে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে যথারীতি অন্নপূর্ণা যোজনায় টাকা দেওয়া হবে।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'সমাজ মাধ্যমে দেখছি বেশ কিছু মানুষ বিভ্রান্তি ও নানা গুজব ছড়াচ্ছে। আমরা সমস্ত চিহ্নিত করে রাখছি। মিথ্যা তথ্য দেবেন না এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রসঙ্গত, জুলাই মাসে আশা, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা অনেকেই টাকা পেয়েছেন অন্নপূর্ণা যোজনায়। কিন্তু তারপরে আবার শোনা যাচ্ছে, তারা নাকি এই যোজনা থেকে বাদ পড়বে। সেই নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ,আশা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাদের বক্তব্য হল তারা তো কোন সরকারি চাকুরিজীবীর মত চাকরি করেন না। কারণ চাকরির পরে তাদের কোন প্রফিডেন্ড ফান্ড বা গ্রাচুয়িটিও নেই। সামান্য মাসে অনারিয়াম পান। বিজেপি সরকার ৫০০০ টাকা অনারিয়াম বাড়িয়েছে কিন্তু আগে তো তারা সকলেই লক্ষ্মীর ভান্ডার পেত। তাহলে তারা কেন অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে বঞ্চিত হবে।?

অন্যদিকে, সরকারি বাসে ১ জুন থেকে মহিলারা জিরো ব্যালেন্সের টিকিট দিয়ে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় মহিলারা বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারছেন না। কারণ পরিবহন দপ্তর থেকে বলা হচ্ছে, পিঙ্ক কার্ড রেডি হচ্ছে সেগুলো দেখালে তবেই ফ্রি যাতায়াত করা যাবে। বার্ধক্য ভাতার ক্ষেত্রে আগস্ট মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত কোন টাকা না ঢোকায় অনেক বৃদ্ধ–বৃদ্ধারাও অসুবিধায় পড়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড চলবে কিনা, আয়ুষ্মান প্রকল্পের আওতায় সবাই আসবে কিনা, এনিয়েও মানুষের মনে সন্দেহ বা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এই সমস্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকার যদি স্পষ্ট একটা ধারণা দেয় তাহলে মানুষের স্বস্তি বোধ হয়।

আতঙ্ক সরিয়ে যশোর রোডে গাছ কাটা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর যশোর রোডে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ও প্রতিশ্রুতি পূরণে বিপজ্জনক ও শুকনো গাছ কাটার কাজ শুরু হয়েছে। এই গাছ কাটার কাজের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া স্বয়ং। ৫ আগষ্ট বনগাঁর পেট্রাপোল থানা এলাকায় এই কাজ পরিদর্শনকালে তিনি কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। এবং নির্ধারিত সময়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

এদিন সাংবাদিকদের খাদ্যমন্ত্রী বলেন,'নির্বাচনী ইস্তাহারেই এই বিপজ্জনক গাছগুলি কেটে ফেলার অঙ্গীকার করা হয়। কারণ যশোর রোডের দু'পাশের এই প্রাচীন গাছগুলি সাধারণ পথচারী ও যানবাহনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল।' মন্ত্রী তার বক্তব্যে

পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন,'এই কাজ আগেই সম্পন্ন করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিগত সরকারের গাফিলতির কারণেই তা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার থাকার কারণে জনস্বার্থের কোনও প্রতিশ্রুতি থেমে থাকবে না।'

এদিন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতেই মন্ত্রী বলেন, 'তালিকায় ৫০০টি গাছ রয়েছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ১১১টি মৃত ও বিপজ্জনক গাছ চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে পুরো কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে ঠিকাদারকে লোকবল বৃদ্ধির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পেট্রোপোল থেকে গাইঘাটা পর্যন্ত যশোর রোডের দু'পাশে থাকা মৃত ও বিপজ্জনক ৫০০টি শিরীষ গাছের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১১১টি গাছ কাটা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকি গাছগুলি কেটে ফেলা হবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের অবসান হয়ে স্বস্তির আবহ ফিরেছে।

মরিয়া জিহাদী

প্রথম পাতার পর

বেঁচে ছিল একটা ভরসা যার নাম পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে অবাধে ঢোকা যায়, থাকা যায়, জাল নথি তৈরী করা যায়, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায়, কেউ তাড়িয়ে দেবার কথা বললে সরকার রুখে দাঁড়ায়। এক কথায় স্বর্গরাজ্য। ফলে সারা দেশের নানা শহরে বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী আক্রমন হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা হয় না। গত ২৫ বছরে ২০০২ সালে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলা ও ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণ ছাড়া এই শক্ত ঘাঁটিকে নির্বিবাদ রেখেছে জিহাদি জঙ্গিরা। কিন্তু এবার নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্যের জন্য হাতছাড়া হল একমাত্র ভরসা পশ্চিমবঙ্গ। ফলে জিহাদি মহলে ছড়িয়ে পড়েছে চরম হতাশা। এর উপর শুভেন্দু যা শুরু করেছে তাতে ফের এখানে ফিরে আসার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাচ্ছে। অতএব শুভেন্দুকে খতম করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে জিহাদি জঙ্গীর দল। যেভাবেই হোক যুবসমাজকে হাতিয়ার করে ভারতকে অস্থির করা ও পশ্চিমবঙ্গের ঘাঁটি পুনর্দখল করার ব্লুপ্রিন্ট তৈরী হয়েছে।

এখন সাবধান হতে হবে। অচেনা অজানাদের দিকে সবসময় নজর রাখতে হবে। দেশ বাঁচাতে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। রাজনৈতিক নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে ভুল করলেই আর ফিরে আসার পথ থাকবে না। দেশ থাকলে অধিকার থাকবে, তা নিয়ে আন্দোলন থাকবে। মনে রাখতে হবে আমাদের প্রত্যেকের প্রতি ডিজিটাল প্লাটফর্মে নজর রাখছে জিহাদি জঙ্গিরাও।

নেতাজিকে অপমান এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্র

প্রথম পাতার পর

যদিও বিরোধী রাজনৈতিকদলগুলির অভিযোগে সাহস যুগিয়েছেন স্বয়ং বিজেপির আর এক রাজ্যসভার সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য। তার এক অনৈতিহাসিক এবং বেফাঁস মন্তব্য বাংলা ও বাঙালীর মনে আঘাত এনেছিল, তাকেই আধার করে এমন বাঙালি বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে রাজবংশীরা বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় সামাজিক মাধ্যমে এবং ওয়াকিবহল মহলের কথায় উঠে আসছে বাঙালির দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার করুণ পরিণতি। কিন্তু কেন সদ্য আসা বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে এই কুৎসার আগুন নেভানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ করছে না তা বাংলার মানুষের কাছে পরিষ্কার নয়। বিজেপিই বা কেন এ ব্যাপারে চুপ করে আছে তা ভেবে মানুষ বিভ্রান্ত।

যদিও বিশ্বস্তসূত্রে খবর, আরএসএস এহেন কাজের সমর্থন করছে না কোনোমতেই। পশ্চিমবঙ্গে আসছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবৎ। তিনি কি বাঙালির এই আবেগ বুঝে কোনো পদক্ষেপ করবেন? অপর এক বাঙালি ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আদর্শে তৈরি আরএসএস–বিজেপি কি বাঙালির মন এখনও বুঝতে পারছে না। যেখানে শ্যামাপ্রসাদও সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মিকে চূড়ান্ত সম্মান জানিয়েছিলেন সেখানে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত সাংসদ আইএনএর ওপর প্রশ্ন তুলল! এটা সত্যি আশ্চর্যের। যদিও রাজবংশী বুদ্ধিজীবিরা বলছেন,অনন্ত মহারাজ বিজেপি বা আরএসএস–এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই দলে আসেননি। তাদের অভিযোগ, কোনো এক বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অনন্ত মহারাজ যা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। যদিও সমাজ মাধ্যমের এইসব পোষ্টের সত্যতা যাচাই করেনি আলিপুর বার্তা।

বহু রাজনৈতিক দল এবং নেতাজি অনুরাগীরা বিভিন্ন থানায় এব্যাপারে এফআইআর দায়ের করেছে। তবুও তেমন কোনো পদক্ষেপই চোখে পড়ছে না। নেতাজি অনুরাগীরা বিভিন্ন এলাকায় পথসভা, সমাবেশ, প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে ৮ থেকে ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত। তাদের প্রশ্ন, নেতাজির অপমান, রাষ্ট্রের অসম্মান এবং নেতাজিকে সম্মান না করলে স্বাধীনতা দিবসের কি প্রয়োজন? ইতিমধ্যেই বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কালীঘাট তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফরোয়ার্ড ব্লকও বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচী নিয়েছে। আজাদ হিন্দ পিপলস্ মিশনের পক্ষ থেকেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে এবিষয়ে প্রতিবাদ পত্র দিয়ে এবিষয়ে সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানানো হয়েছে। যদিও শাসকদলের পক্ষ থেকে এখনও কোনো গ্রহণযোগ্য বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় সমাজ মাধ্যমে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। এখন দেখার প্রতিবাদ এবং দলের বর্ষীয়ান নেতাদের কথায় বিজেপি কতটা গুরুত্ব দেয়। তবে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাতে ও বাঙালিকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখতে যে সরকার ও শাসকদলকে অতি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিজেপির শুদ্ধিকরণে আরএসএসের দাওয়াই

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে অবশ্য বিজেপির বেশ কয়েকজন নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বেশ কিছু নেতাকে শোকজ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, পুজোর আগেই বিভিন্ন জেলা কমিটিকে আরো ঢেলে সাজানো হবে। উপর থেকে বিজেপির রাজ্য কমিটি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারকরা সমস্ত কিছু লক্ষ্য রাখছেন।

বেশ কিছু জেলা কমিটিতে রদ বদল করা হতে চলেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারকরা বিজেপি বিধায়কদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, এই যে এত বড় রাজ্যে জয় এসেছে সেটা হচ্ছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ তারই ফল।

পাশাপাশি এবার বিধানসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারকরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নেপথ্য থেকে কাজ করে গিয়েছেন। বিভিন্ন ছোট ছোট সভা করে হিন্দু পরিবার ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে এবারে পরিবর্তন আনতে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচী করেছে নিঃশব্দে। প্রকাশ্যে কোন জনসভা আরএসএস না করলেও নিঃশব্দে তাদের যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার কারণেই পশ্চিমবঙ্গে এত বড় জয় এসছে। এটা ভুলে গেলে চলবে না।

বক্রেশ্বরের রাস্তা বেহাল

প্রথম পাতার পর

জাতীয় সড়ক বাদ দিয়ে চিনপাই ব্যাঙ্ক মোড় থেকে হাজরাপুর, জামথলিয়া, পারুলিয়া হয়ে খুব কম সময়ে রাজনগর হয়ে ঝাড়খন্ড পৌঁছে যাওয়া যায় ওই রাস্তা দিয়ে। রাস্তাটি এলাকার মানুষের খুব নির্ভরযোগ্য। স্কুল কলেজ হাসপাতাল যেতে এই রাস্তা দিয়ে অটো, চারচাকা, টোটো, বাইক সহ অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত করে এলাকার মানুষ।

১৪নং জাতীয় সড়কে যানজট হলে বাস, লরি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। মুরারই কলেজ রোড একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এই রাস্তাটি মুরারই নতুন বাজার চৌমাথায় গিয়ে মিশেছে। সেই রাস্তাগুলি হল – নতুনবাজার–রাজগ্রাম, নতুনবাজার–দুলান্দী বা মহেশপুর রোড, নতুনবাজার–মুরারই গ্রামীন হাসপাতাল রোড। এতগুলো রাস্তার প্রধান রাস্তা হচ্ছে মুরারাই কলেজ রোড। মুরারইবাসীর অভিযোগ, ওই রোডের উপর বড়বড় ডোবার মত হয়েছে। প্রতিদিন সেখানে ঘটছে বড়বড় দুর্ঘটনা। এছাড়াও বেগুন মোড় থেকে মুরারই গ্রামীন হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তাটি আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে এই বর্ষার সময়।

এলাকার মানুষের আরো অভিযোগ বেগুন মোড় থেকে ঘুষকিরা বাইপাশ, বেগুন মোড় থেকে কনকপুর রোডে এই বর্ষাকালে যানবাহন চলাচল দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিত্যযাত্রী, স্কুল কলেজের পড়ুয়া, অফিস যাত্রী থেকে পথচলতি মানুষের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তথাপি নিরব রাজ্য প্রশাসন। তাদের দাবি রাস্তাগুলি অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলে, বেহাল রাস্তা,খানাখন্দে ভরা বাইক, টোটো,অটো চলে জীবনের ঝুকি নিয়ে ফলে প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। আমরা এই বিষয়ে মুরারই ব্লক ও পিডব্লুডি রোডসকে বারবার আবেদন নিবেদন করেও কোনো লাভ হয় নি।

দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান

প্রথম পাতার পর

ঘরের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য উপভোক্তাদের কড়া পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের কড়া নজরদারি রয়েছে যাতে প্রকল্পের প্রতিটি টাকা সদ্ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাকা বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করা যায়।

গতিতে সরকারের থেকে কি পিছিয়ে পড়ছে দল?

প্রথম পাতার পর

পুলিশও দৌড়চ্ছে প্রায় মুখ্যমন্ত্রীর গতিতেই। রাজ্য পুলিশের এসটিএফ সক্রিয় হয়েছে অতীতের সব রেকর্ড ভাঙতে। সর্বোপরি মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম করে হুমকি ভাষণে সরকারকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হুমায়ুন কবির ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে যে ভাষায় ও বডি ল্যাঙ্গুয়াজে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সুশাসনের চাকার তলায় পিষে দিয়েছেন তাতে ইতিমধ্যেই এক ভয়মুক্ত বাংলা উদয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পাশের অন্য লাইন দিয়ে চলেছে বঙ্গ বিজেপির শমীক এক্সপ্রেস। চালকের আসনে বসেই শমীক জানিয়ে দিয়েছিলেন, বিজেপির তৃণমূলীকরণ হবে না। তিনি কটাক্ষ করে ৪ মে বেলা ১২টার পরে, বিকাল ৪টার পরে বিভিন্ন বিজেপির কথা বলেছিলেন। কথা দিয়েছিলেন যে কোনো তৃণমূলীকে বিজেপিতে নেওয়া হবে না। মাস দুয়েক ঠিকঠাক চলার পর শমীকের ট্রেন যে হোঁচট খাচ্ছে তার প্রমাণ দিচ্ছে দমদম, মালদা, দুর্গাপুর–আসানসোল, কালনা। মাস তিনেক বাদে বিজেপির বেশ কিছু নেতা নেত্রীরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন তাদের দলের কর্মীরা তোলাবাজি, দাদাগিরির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার মৌচাকে মধুর লোভে ভনভন করছে গেরুয়া মৌমাছির দল। শমীকও এ কথা অস্বীকার করেননি। তিনিও বলছেন বিচ্যুতির কথা। ১৫ দিনের সময় দিয়েছেন। তার পরেই ২৫০ জনকে শোকজ করা হয়েছে, সাসপেন্ড করা হয়েছে ২২ জনকে। অতএব ক্ষমতায় আসার পর দলের সংস্কার যে আশানুরূপ গতিতে হচ্ছে না তা মানুষের কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ছে। অনেকেই প্রশ্ন করছেন, তবে কি একজন ভদ্র ও সংস্কৃতিবান পরিচালকের সুযোগ নিচ্ছে মতলবী কর্মীরা। তাহলে কি শুভেন্দু এক্সপ্রেসের সঙ্গে মোদীর ডবল ইঞ্জিনের মত শমীকের সঙ্গেও কি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নবীনের ইঞ্জিনকে জুড়তে হবে? মানুষের দাবী, যাদের শোকজ–সাসপেন্ড করা হল তাদের তালিকা প্রকাশ্যে প্রচার করা হোক যাতে সকলে বুঝতে পারে তাদের অজান্তে কারা আবার বাংলাকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এখনও অবশ্য ১৫ দিন হতে কয়েকটা দিন বাকি রয়েছে। শমীক বলেছেন, ১৫ দিন পর যথাযথ ব্যবস্থা হবে। তৃণমূলের অপশাসন থেকে বার করে আনা বঙ্গবাসী সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৮ আগষ্ট – ১৪ আগষ্ট, ২০২৬

মেষ রাশি : ঈশ্বরের কৃপায়, এই সপ্তাহটি আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। বাড়ি সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। আপনার প্রজ্ঞা পারিবারিক বিবাদ মেটাতে সাহায্য করবে। সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। গুজব থেকে দূরে থাকুন।

বৃষ রাশি : অসুবিধা সত্ত্বেও, আপনি সাফল্য অর্জন করবেন। সময় সামাজিক কর্মকাণ্ডে কাটবে এবং আপনি নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবেন। এই সম্পর্কগুলো ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। চেষ্টা করলে যেকোনো বকেয়া পাওনা আদায় হতে পারে। সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাইরের বা অপরিচিতদের কথায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবেন না।

মিথুন রাশি : গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি ভালো সময়। আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে আসা সুসংবাদ আপনার ঘরে আনন্দ বয়ে আনবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে পারেন। অলসতা এবং অসতর্কতা পরিহার করুন, কারণ এটি আপনার কাজকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

কর্কট রাশি : আপনি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক কাজে আরও বেশি সময় কাটাবেন। আপনার আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আপনি পারিবারিক পরিবেশ উন্নত করার পরিকল্পনা করবেন এবং সম্ভবত সফলও হবেন। আপনার পরিবার এবং জীবনসঙ্গীর সমর্থন অপরিহার্য হবে। আপনি পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। এছাড়াও, আপাতত যেকোনো বিনিয়োগের পরিকল্পনা স্থগিত রাখুন।

সিংহ রাশি : পিরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ ও আশীর্বাদে, পুরনো কোনো প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। মানুষের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। জমি সংক্রান্ত আটকে থাকা কাজেরও সমাধান হতে পারে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

কন্যা রাশি : নিজের যোগ্যতা এবং কাজ করার ক্ষমতার উপর আস্থা রাখুন। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কাজগুলো পরিকল্পনা করে নিন। এটি পরিস্থিতিকে আপনার অনুকূলে আনবে। যেকোনো দীর্ঘদিনের বাধাও দূর হয়ে যাবে। অহংকার পরিহার করুন, অন্যথায় চলমান কাজ থেমে যেতে পারে। আপনার ভাইদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। খরচ করার সময় আপনার বাজেটের কথা মাথায় রাখুন।

তুলা রাশি : আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে বেশি সময় কাটাবেন। বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করা আপনাকে আনন্দ দেবে। নিজের নীতিতে আপোস না করা আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী রাখবে। আপনার রাগ এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। ছোটখাটো কোনো বিষয় নিয়ে কারও সাথে আপনার তর্ক হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। নতুন ও উপকারী যোগাযোগ স্থাপিত হবে। আপনার লক্ষ্যের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন। যদি আপনি নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এটি একটি ভালো সময়। প্রত্যাশা অনুযায়ী কোনো কাঙ্ক্ষিত কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে হতাশা আসতে পারে।

ধনু রাশি : আপনি আপনার পরিচিতদের মাধ্যমে নতুন তথ্য পাবেন, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আটকে রাখা বা ধার দেওয়া যেকোনো টাকা আপনি কিছু সমস্যা দেখা দেবে, কিন্তু আপনি একটি সমাধান খুঁজে পাবেন। বাড়িতে সম্প্রীতির অভাবে আপনি বয়োজ্যেষ্ঠদের বিরাগভাজন হতে পারেন।

মকর রাশি : কোনো নিকটাত্মীয়ের আগমনে বাড়িতে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে। অনেক বিষয়ে আলোচনা হবে এবং সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিনের কোনো উদ্যোগ এগিয়ে যাবে। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করবেন না; নতুন কিছুতে মনোযোগ দিন। সন্তানদের সাথে সময় কাটালে আপনি সুখী থাকবেন।

কুম্ভ রাশি : – চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ভিত্তিতে আপনি ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করবেন। যারা স্থান পরিবর্তন বা বদলির কথা ভাবছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন।

মীন রাশি : যেকোনো কাজ শুরু করার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ এবং পরিকল্পনা আপনাকে সফল করে তুলবে। আপনি যেকোনো দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন।

শব্দবার্তা ৪০২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

৩. অর্ধেক ৫. হার, পরাভব ৭. ক্ষুদ্র মালা ৮. ভূতল ১০. প্রচুর পরিমাণ ১৩. অবনী ১৪. আদেশ, হুকুম ১৫. (আল.) তুচ্ছ জিনিস।

উপর–নীচ

১. হিতসাধন ২. ভীতি, শঙ্কা ৪. তোষামুদে ৬. জড়িয়ে থাকা, আবদ্ধ ৯. সাধু–১১.সমাধি ১২. ঢাকাই মসলিন কাপড় ১৪. তালিকা, ফিরিস্তি।

সমাধান : ৪০১

পাশাপাশি : ১. অভিমান ৪. বোধরহিত ৫. রমরম ৭. জনসভা ৯. বিপদুদ্ধার ১০. সরকার।
উপর–নীচ : ১. অন্ধকার ২. নবোদ্যম ৩. লোহিতায়স ৬. মরুৎপতি ৭. জতুরস ৮. ভাষান্তর।

জেলায় জেলায়

ডিপথেরিয়া রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা

মলয় সুর, হুগলী : ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি ই.এস.আই. হাসপাতালে রোগী আর কুকুর, বেড়ালের সহাবস্থান উদ্বেগজনক। কখনও অবলা প্রাণীগুলি একটু খাবারের খোঁজে রোগীর বেডের নীচে ঘুরঘুর করছে, আবার কখনও কখনও উঠে পড়ছে শয্যাতেই। হাসপাতালের খালি বেড পেলে তো কথাই নেই, একদম উঠে বসে ঘুমিয়েও পড়ছে। ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি ই.এস.আই হাসপাতালের রোগীর আত্মীয়রা রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কারণ কুকুর ও বিড়ালের লোম ও মলমূত্র থেকে ডিপথেরিয়ার মতো রোগ ছড়ানোর প্রবল সম্ভাবনা থাকে। হাসপাতালের ভিতর কুকুর, বেড়াল অবাধে ঘুরে বেড়ানোর ঘটনা জানিয়ে একাধিক চিঠি সুপারকে দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি এবং হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জেলার একাধিক হাসপাতালের চিত্র প্রায় একই রকম। শুধু তাই নয়, বিড়ালের ভ্যাসেকটমি, টিকাদান এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রাখার মতো পরিকাঠামোও নেই। হাসপাতালের সুপার ডাক্তার পাণ্ডে বলেন, এটা বড় সমস্যা, আলোচনা করে পদক্ষেপ করতে হবে।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হল পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় বাঁকুড়া জেলার পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল তামলীবাঁধ মোড়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, পুলিশ সুপার সতীশ পাসুমার্থী, বাঁকুড়া বিধানসভার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অধ্যক্ষ এবং মেডিকেল সুপার সহ জেলা পুলিশ আধিকারিকগণ।

পুলিশের পক্ষ থেকে পথে চলার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলার এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনার কারণ হয়ে ওঠে খারাপ রাস্তাঘাট। প্রাণহানির ঘটনা কমাতে চিকিৎসা ব্যবস্থার আরও উন্নতির প্রয়োজন। বিশেষ করে পথ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ট্রমা সেন্টার গড়ে তোলা এবং উন্নত পরিষেবার প্রয়োজনে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এয়ার বাস চালু করার প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের মাঝে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের উদ্যোগে একটি বাইক র‍্যালি যাত্রার সূচনা করা হয়, যা বাঁকুড়া শহর পরিক্রমা করে। পথ নিরাপত্তা সচেতনতার লক্ষ্যে বানানো গান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্যারাটে প্রদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাংস্কৃতিক সংগঠনের মানুষজন এবং বাঁকুড়ার বিশিষ্ট মানুষজনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ট্রাফিক আধিকারিক জানান, ৯ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহটি পালিত হবে।

বাঁকুড়া জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বাঁকুড়া গোবিন্দ নগর বাস স্ট্যান্ডের বাস ড্রাইভার এবং বাস কর্মীদের চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশ পক্ষ থেকে জানানো হয় এই দিন শিবিরে ৬০ জন বাস কর্মীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন তা বিনামূল্যে করা হয়। বাস কর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে ট্রাফিক পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হয়। ছবি : নিজস্ব

হাসপাতালে শৌচাগার নির্মাণ হবে : বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাসপাতাল চত্বরে নেই কোন শৌচালয়। সমস্যায় পড়তে হয় রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনদের। এবার শৌচালয় নির্মাণের আশ্বাস দিলেন বাসন্তীর বিজেপি নেতা বিকাশ সরদার।

উল্লেখ্য সুন্দরবনের অন্যতম ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। প্রতিদিনই ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, জীবনতলা, মিনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, জয়নগর, কুলতলি সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার হাজার হাজার মানুষজন চিকিৎসা পরিবারের জন্য আসেন। হাসপাতালের সামনেই রয়েছে সাধারণের জন্য শৌচালয়। নোংরা আবর্জনায় ভরপুর। বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর দিন থেকে বন্ধ হয়ে যায় সেই শৌচালয়। মহাফাঁপড়ে পড়েন রোগী ও তাদের আত্মীয়রা। বিশেষ করে রাতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় রোগীর আত্মীয়দের। ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর বিজেপি নেতা বিকাশ সরদার মঙ্গলবার রাতে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। বিকাশ সরদার জানিয়েছেন, 'এমন অব্যবস্থা চলতে পারে না। হাসপাতাল চত্বর যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আনবো এবং হাসপাতাল চত্বর যাতে গাড়ির গ্যারেজ হয়ে না ওঠে সে বিষয়টি ও দেখতে বলবো। এছাড়া রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনদের জন্য যাতে শৌচালয়ের ব্যবস্থা হয় সেবিষয়ে দ্রুততার সাথে সমাধান করা হবে।'

গড়িয়া পোস্ট অফিসে ইন্টারনেট পরিষেবা বিঘ্নিত

পার্থ কুশারী : সার্ভার বা ইন্টারনেট পরিষেবার স্থায়ী সমস্যার কারণে বেহাল দশা সাউথ গড়িয়া পোস্ট অফিসে বেশ কিছুদিন ধরে দীর্ঘক্ষণ লিঙ্ক না থাকার দরুণ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ও প্রবীণ নাগরিকরা। টাকা জমা দেওয়া এবং টাকা তোলা কিংবা আধার কার্ড সংক্রান্ত সমস্যার দরুণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের। কাউন্টারে পৌঁছানোর পরই জানানো হয় লিঙ্ক নেই। বিশেষত বয়স্ক পেনশনভোগীরা বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন। গ্রাহকদের মধ্যে বয়স্ক মহিলা কল্যাণী মণ্ডলের অভিযোগ, বারবার এই সমস্যার কথা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান মিলছে না। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সহ পল্টু মণ্ডল জোরালো দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে এই পোস্ট অফিসে দ্রুত গতির ইন্টারনেট পরিষেবা ও সার্ভার চালু করার জন্য।

উদ্ধার দুই নাবালিকা গ্রেপ্তার ১

সুব্রত মণ্ডল, হুগলী : চলতি বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ধনিয়াখালি এলাকার এক ১৪ বছরের নাবালিকা বিদ্যালয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে ধনিয়াখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে নেমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোবাইল নম্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। জানা যায় সেটি ব্যবহার করছিল উজিল মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি।

এরপর মালদা জেলার কালিয়াচক এলাকা থেকে উজিল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, অর্থের বিনিময়ে নাবালিকাকে মফিজুল ইসলামের হাতে তুলে দেয়। নাবালিকাকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন এবং তাকে দেহব্যবসায়ে বাধ্য করা হয়। তদন্তে ধনিয়াখালি থানার পুলিশ ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ জানতে পারে মফিজুল ইসলাম রায়গঞ্জ এলাকায় আত্মগোপন করে রয়েছে। এরপর উজিল মণ্ডলকে দিয়ে মফিজুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করায় এবং আরও এক তরুণীকে বিক্রির প্রস্তাব দেওয়ার কথা জানানো হয়। মফিজুল ইসলাম নিজে না এসে ইসলামপুরে দুই সহযোগীকে ফিরোজা খাতুন ও ফজিরুল ইসলামকে পাঠালে তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।

তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে মামলায় পকসো আইন, ইমমরাল ট্রাফিক (প্রতিরোধ) আইন সহ একাধিক উপযুক্ত ধারা সংযোজন করা হয়। সম্প্রতি ধর্মতলা এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত মফিজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই অভিযানে উদ্ধার করা হয় আরও দুই তরুণীকে। পুলিশের অনুমান, তাদেরও চাকরির লোভ দেখিয়ে মানব পাচার চক্রের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

রাজপুর সোনারপুরের রাস্তা বেহাল, বাড়ছে ভোগান্তি

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : বৃষ্টি হলেই রাস্তা আর রাস্তা থাকেনা,বড় বড় গর্তে জল ঢেকে যায়। কোথায় রাস্তার শেষ, আর কোথায় গর্ত শুরু, তা বোঝার উপায় থাকে না। সেই ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যেতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। গুরুতর অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ও বাড়ছে বিপদ। এই ছবি রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৯, ১১-১৫, ১৭, ১৯, ২৪-২৬, ২৯, ৩২ এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলিতে সাধারণ মানুষ নরক যন্ত্রণা সহ্য করছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার অধিকাংশ অংশের পিচ উঠে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে অসংখ্য ছোট-বড়ো গর্ত। বর্ষার জল জমে সেই গর্তগুলি কার্যত মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে। দুই চাকার যান থেকে টোটো, অটো বা ছোট গাড়ি সব ধরনের যান বাহনই সমস্যার মুখে পড়ছে। রোজই কেউ না কেউ দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। এর মধ্যে কিছু কিছু ওয়ার্ডের রাস্তার ধারে রয়েছে একাধিক উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিদিন শয়ে শয়ে পড়ুয়া এই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যায়। রয়েছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ফলে অসুস্থ রোগীদেরও বাধ্য হয়ে এই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে হাসপাতালে পৌঁছতে হয়। অ্যাম্বুলেন্স চলাচলেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর জটিল হয়ে ওঠে।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও স্থায়ী সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। গর্তে জল জমে থাকায়, দুর্ঘটনার ভয় সব সময় থাকে। বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সাধারণ মানুষ এটাও প্রশ্ন রাখছে? নতুন সরকারের কাছে আমরা অনেক কিছুই আশা করেছিলাম। কিন্তু সেই একই রকম দুর্ভোগ আমাদের পোহাতে হচ্ছে।

স্টেশন দখল, বিপাকে নিত্যযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চাম্পাহাটি : চাম্পাহাটি ১ নং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ওঠার মূল প্রবেশদ্বারে প্রতিদিন নিয়ম ভেঙে রমরমিয়ে চলছে সব্জির দোকান বসানো, অবৈধ বাইক, সাইকেল পার্কিং। এর ফলে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ যাত্রীরা। তদের অভিযোগ, পুরো বিষয়টি দেখেও সম্পূর্ণ নীরব ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে রেল প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন সকাল থেকেই স্টেশনে ১নং প্ল্যাটফর্মে ওঠার মুখে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে শয়ে শয়ে মোটরবাইক, সাইকেল। প্ল্যাটফর্মে ঢোকা এবং বেরোনোর পথটি কার্যত এই যত্রতত্র পার্কিংয়ের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্যস্ত সময়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। ট্রেন ধরার তাড়াহুড়োয় যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিদিন যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ শিশু এবং প্রসূতি নারীদের প্ল্যাটফর্মে উঠতে কাল ঘাম ছুটছে।

যাত্রীদের ক্ষোভ, রেলের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী এবং স্টেশন কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন এই চত্বর দিয়ে যাতায়াত করলেও এই অবৈধ পার্কিং সরানোর বা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো সদিচ্ছা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। রেল প্রশাসনের এই রহস্যজনক নিরবতা নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ উপড়ে দিয়েছেন নিত্যযাত্রীরা। অবিলম্বে এই অবৈধ পার্কিং হটিয়ে যাত্রীদের যাতায়াতের পথ মসৃণ করার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ।

সরকারি বাসহীন মির্জাপুর বাস টার্মিনালে বাড়ছে যাত্রী দুর্ভোগ

বিশাল দাস, মির্জাপুর : সরকারি অর্থে নির্মিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে কার্যত অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বীরভূমের বোলপুরের মির্জাপুর বাস টার্মিনাল। একসময় যেখান থেকে নিয়মিত সরকারি বাস চলাচল করত, বর্তমানে সেখানে সরকারি পরিবহণ পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিন চরম ভোগান্তির মুখে পড়ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বর্ধমান ও দিঘাগামী সরকারি বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে মির্জাপুর বাস টার্মিনাল থেকে বর্ধমান ও দিঘা রুটে দুটি সরকারি বাস নিয়মিত চলাচল করত। সেই পরিষেবা এলাকার বহু মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসার জন্য যাতায়াতকারী মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ভোটের পর ধীরে ধীরে সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সরকারি বাস না থাকায় টার্মিনালটি কার্যত ব্যবহারহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সরকারি উদ্যোগে নির্মিত এই বাস টার্মিনালের রক্ষণাবেক্ষণও এখন প্রায় নেই বললেই চলে। সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ থাকায় যাত্রীদের বাধ্য হয়ে বেসরকারি বাস ও অন্যান্য যানবাহনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের আরও দাবি, সরকারি বাস পরিষেবা চালু থাকলে এলাকার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আশপাশের বহু গ্রামের মানুষও উপকৃত হতেন। বর্তমানে সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন হাজার হাজার যাত্রী। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি অর্থে তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বছরের পর বছর অব্যবহৃত পড়ে থাকলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

এই পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন কোনও পরিষেবা লোকসানে চললে তা বন্ধ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে মির্জাপুর বাস টার্মিনাল থেকে সরকারি বাস পরিষেবা কেন বন্ধ হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর কাছে এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট তথ্য নেই। তিনি জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে কীভাবে পুনরায় সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তিনি আরও বলেন, আমোদপুর-কাটোয়া রেলপথও একসময় লোকসানের কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও ঐক্যবদ্ধ দাবির ফলে সেই রেল পরিষেবা পুনরায় চালু হয়। তাই মির্জাপুর বাস টার্মিনাল থেকেও সরকারি বাস পরিষেবা ফিরিয়ে আনতে হলে সাধারণ মানুষকে একজোট হয়ে গণদাবি গড়ে তুলতে হবে।'

সরকারি বাস পরিষেবা পুনরায় চালু হলে শুধু যাতায়াতের সুবিধাই বাড়বে না, বরং এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং পর্যটনের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি সরকারি অর্থে নির্মিত বাস টার্মিনালটিরও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। এখন এলাকাবাসীর নজর প্রশাসন ও রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের দিকে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের ইতিবাচক পদক্ষেপই এখন মির্জাপুর ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের প্রধান প্রত্যাশা।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের কাজ দ্রুত করতে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নানুর : সুন্দরবনের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত করতে মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসে প্রতিনিয়ত মিটিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের তরফে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ মেনে ৫ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসকের অফিসে এসে বৈঠক সারলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। এদিন তিনি একাধিক প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন। টাইগার প্রজেক্ট ও বনদপ্তরের সঙ্গে বৈঠক হয় আলাদাভাবে। এই বৈঠক থেকে মূলত ঠিক হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত করতে হবে। সুন্দরবনের মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। সেই লক্ষ্যে মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ানো, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমানো সহ স্থানীয় মানুষের উন্নতির জন্য কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়।

স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অনেকেই মৎস্যজীবী হওয়ার সত্ত্বেও বৈধ মাছ ধরার অনুমতি পত্র পাচ্ছেন না। তাদেরও মাছ ধরার অনুমতি পত্র দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আপাতত ৩ মাসের জন্য মাছ ধরার অনুমতি পত্র দেওয়া হচ্ছে। ৯৩ জন মৎস্যজীবীকে এই অনুমতি পত্র দেওয়া হবে। যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী তারা এই অনুমতি পত্র পাবেন। অনেকেই মৎস্যজীবী নামে আছেন, কিন্তু তারা মাছ ধরতে যান না। তাদের বিএলসি ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়। আমরা চাইবো প্রকৃত গরিব মানুষ এবং মৎস্যজীবীরা এই সুবিধা পান।'

ইতিমধ্যেই সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের জন্য রাজ্যের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকাও যাতে সঠিক ব্যয় হয় এবং সঠিক উপভোক্তার কাছে পৌঁছায় তার জন্য সরকার সর্বদা সচেষ্ট। এদিন এই বৈঠকে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর, ক্যানিং এর মহাকুমা শাসক প্রণব মালিয়াল সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয় উত্তর ২৪ পরগনা যে ব্লকগুলি সুন্দরবন এলাকার মধ্যে আছে সেই ব্লকগুলিরও দ্রুত উন্নতির জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে জরুরী ভিত্তিতে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

দুই হাজার টাকার চোরাইমাল উদ্ধার

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ১৯শে জুলাই-মধ্যরাতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত টাকী ইছামতী নদীর পাড়ে বসিরহাট এস, ডি, পিও হঠাৎ টহল দেওয়ার সময় দুজন কুখ্যাত চোরাকারবারীকে গ্রেপ্তার করেন।

ঐ দিন রাতে অনুরূপ ভাবে ৩ বাংলাদেশ সীমান্ত শাঁষচূড়াতে জনৈক ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে সোনা-রূপার পরিমাপ করার কয়েকটি বিদেশী যন্ত্র সহ গৃহকর্তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ এর সাথে জড়িত আন্তজাতিক সোনা-রূপা চোর-চালানীদের একটি দল জড়িত আছে বলে অনুমান করছে।

১০ম বর্ষ, ১৪ আগষ্ট ১৯৭৬, শনিবার, ৩৬ সংখ্যা

দাম নিয়ন্ত্রণে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রুখতে সাগর ব্লক ও সাগর থানার যৌথ উদ্যোগে রুদ্রনগর বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে ২ আগষ্ট অভিযান চালালো প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রতিনিধিও। সাম্প্রতিক সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে বাজারে কৃত্রিম সংকট ও অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতেই এই আকস্মিক অভিযান চালানো হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম নেওয়া চলবে না। বাজারে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং সাধারণ ক্রেতাদের স্বস্তি দিতে এই ধরনের নজরদারি ও ব্লক প্রশাসনের এবং পুলিশ প্রশাসনের যৌথ অভিযান আগামীদিনেও নিয়মিতভাবে জারি থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

অন্যদিকে গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার ইন্দ্রপুর বাজারে চললো অভিযান। অভিযানে গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অর্জুন সরকার সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব বিডিও অফিস ও গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন আধিকারিক এমনকি বাজার কমিটির বিভিন্ন লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

৫ আগস্ট সকালে আধিকারিকদের দল পৌঁছে যায় ইন্দ্রপুর বাজারে। এরপর গোটা বাজার ঘুরে বিভিন্ন দোকানের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। মাছ, মাংস, সবজি ও ফলের বাজার থেকে শুরু করে চাল, ডিম-সহ খুচরা ও পাইকারি বাজারের একাধিক দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন আধিকারিকরা। মূলত বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য, বিক্রয়মূল্য, বাজারদর এবং পণ্যের দামের ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও বিভিন্ন পণ্যের দাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন আধিকারিকরা। অভিযানের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সতর্কও করা হয়, আগামীদিনে নিয়ম ভাঙা বা অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে পণ্য বাজেয়াপ্ত করা থেকে শুরু করে গ্রেপ্তার পর্যন্ত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

এদিন বাজারে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়েও দোকানদারদের সতর্ক করা হয়। পরিবেশবিধি মেনে ব্যবসা করার জন্য তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সাতসকালে প্রশাসনের এই নজরদারিকে স্বাগত জানিয়েছেন বাজারের বহু ক্রেতা। তাদের বক্তব্য, নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে এই ধরনের বাজার পরিদর্শন ও নজরদারি চালানো হলে কালোবাজারি এবং অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রির প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের উপরেও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে।

আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

রবীন দাস, নামখানা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা বিডিও অফিসের সামনে ৫ আগস্ট শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করলো পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন। বিধায়িকা চন্দনা বাউরির আশা কর্মীদের নিয়ে করা মন্তব্যের প্রতিবাদ এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ই-কেওয়াইসি করানোর দায়িত্ব থেকে আশা কর্মীদের অব্যাহতির দাবিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচির শুরুতে সম্প্রতি প্রয়াত এক আশা কর্মীর স্মৃতির উদ্দেশে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন আন্দোলনকারীরা। পরে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিডিওর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আশা কর্মীদের সম্পর্কে বিধায়িকার মন্তব্য তাদের মর্যাদায় আঘাত করেছে। তাই অবিলম্বে সেই মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি, তাদের দাবি, স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল দায়িত্বের পাশাপাশি ক্রমাগত অতিরিক্ত প্রশাসনিক কাজ চাপিয়ে দেওয়ায় কর্মক্ষেত্রে চাপ ও মানসিক হয়রানি বাড়ছে। বিশেষ করে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ই-কেওয়াইসি করানোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবি জানান তারা।

আন্দোলনকারী আশাকর্মী শিখারানি আদক ও সীতা মণ্ডল বলেন, আশা কর্মীদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে চন্দনা বাউরিকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। একই সঙ্গে ই-কেওয়াইসি করানোর অতিরিক্ত দায়িত্বও প্রত্যাহারের দাবি জানান তারা।

বিক্ষোভকারীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে আশা কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। অথচ কাজের পরিধি বাড়লেও সেই অনুপাতে সুযোগ-সুবিধা ও স্বীকৃতি মিলছে না। দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ০৮ আগস্ট – ১৪ আগস্ট, ২০২৬

নেতাজি : বিজেপি চুপ কেন

নেতাজির প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বিজেপির রাজ্যসভার দুই সাংসদ যে অপমানজনক বিবৃতি দিয়েছেন তারই প্রতিক্রিয়ায় উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে যুব সমাজে ঝড় উঠেছে। এক্ষেত্রে তথাকথিত মূল স্রোতের বড় মিডিয়াগুলি যথাসম্ভব গা বাঁচিয়ে খবর করছে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংসদ রাজ্যসভার নগেন্দ্র রাইকে নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সমাজ মাধ্যমে। কৌশলে কুচবিহারের রাজবংশীদেরকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের থেকে আলাদা করার হীন চক্রান্তে সামিল হননি বহু কুচবিহারবাসী রাজবংশী সম্প্রদায়। মূলতঃ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য পরোক্ষভাবে নেতাজিকে গুন্ডা বলেছিলেন যা তথ্যগত এবং ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা। অন্যদিকে আরেক রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রাই নেতাজির পিতৃদেবকে তুলে নেতাজিকে জাপানের দালাল এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের নারায়নী সেনা নাকি নেতাজিকে হত্যা করেছিলেন এমন অদ্ভুত দাবি করেছেন, যদিও এই দাবির পক্ষে আজ পর্যন্ত কোন নথি তারা প্রকাশ করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের নেতাজিভক্তরা দফায় দফায় মিটিং–মিছিল করছেন। কোথাও কোথাও মিছিলের অনুমতি প্রদানেও নানা বিধিনিষেধ আনা হচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে আজ পর্যন্ত কোন বিবৃতি না আসাতে অসন্তোষ বাড়ছে। ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি আরো একটি ভুল করে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন কংগ্রেস নেতাজিকে না তাড়ালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হত না। উল্লেখ্য, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দু'বারের নির্বাচিত সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু নেহেরু–গান্ধীদের অসহযোগিতার কারণে পদত্যাগ করেছিলেন এবং নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছিলেন।

পশ্চিমবাংলায় নেতাজির অপমানের প্রতিক্রিয়ায় তৈরী হওয়া পরিস্থিতিতে দাবিদার বসু পরিবারের একাংশ এবং বর্তমান কংগ্রেসের একাংশ রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত তথাকথিত 'নেতাজির আধপোড়া কিছু হাড় গোড়'–কে ভারতে সসম্মানে ফিরিয়ে আনার আজগুবি দাবি করেছে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের কাছে। নেতাজির তথাকথিত কন্যা অ্যানিটা পাফকে সামনে রেখে বহুচর্চিত 'চিতাভস্ম' ভারতে ফিরিয়ে আনতে এবারে মরিয়া হয়েছেন তারা। মোদি সরকার প্রকাশিত নেতাজি ফাইলে জানা গেছে নেহেরু আমলে নেতাজির কন্যা বলে কথিত ওই বিদেশিনীর জন্মের শংসাপত্র ভারতে এসেছিল। কেন্দ্র সরকার প্রকাশিত নেতাজি ফাইলে স্পষ্ট অ্যানিটা পাফ্ নেতাজির সঙ্গে আইনগত কিংবা ডিএনএগত ভাবে কোনভাবেই যুক্ত নন। তা সত্ত্বেও ভারত সরকার অ্যানিটাকে নেতাজি কন্যা হিসাবে মান্যতা দিয়ে চলেছেন। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশন তথ্য প্রমাণ সহ জানিয়েছে নেতাজি আদৌ ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান নি এবং চিতাভস্মের ডিএনএ টেস্টের দাবি অবৈজ্ঞানিক ও অবান্তর।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত কলকাতায় গত ডিসেম্বর মাসে সংঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের মঞ্চে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন, ১৯৪৫ সালে নেতাজির অন্তর্ধান–এর কথা। কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়া কংগ্রেস আমল থেকে চলে আসা দীর্ঘ লালিত মিথ্যাচার এবং নেতাজির প্রতি নানা দল, নানা ব্যক্তির মিথ্যাচার যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব শক্ত হাতে দমন করেন সে বিষয়ে তৎপরতা প্রয়োজন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

বশিষ্ঠ বললেন, হে রামচন্দ্র! এই জড়জগৎ বাস্তব নয়, এর অস্তিত্ব আদৌ নেই এই সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম ক'রে আমি ও আমার এইসব মিথ্যা সংসারব্যঞ্জনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কর। বস্তুতঃ যা নেই, তার প্রতি বিবেকবান বিজ্ঞের আস্থা থাকতে পারে না। যা দৃশ্যমান, যেমন এই দেহ, সেইটি যদি সত্ত্বাসম্পন্ন হয়ও, তবুও সেই দৃশ্যপদার্থ তুমি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ তোমার অস্তিত্বেই সেই পদার্থ সত্ত্বাবান হয়েছে অর্থাৎ তোমার কাছে দৃশ্যমান হয়েছে। অতএব তুমি তোমার যে সারবস্তু আত্মা, তাঁকেই সব সত্ত্বার মূল জ্ঞান কর, সত্ত্বার বহিরঙ্গের ভাবনা থেকে রহিত হও। বহিরঙ্গ জড় ভাবনা পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র সত্য যে চেতন, সেই আত্মায় তুমি নিমগ্ন হও। হে সুমতে! যদি এই জড় জগতের পৃথক অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার বন্ধনও থাকবে না। বন্ধন না থাকলে, এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সর্বত্র একমাত্র শুদ্ধ আত্মতত্ত্বই বিদ্যমান আছে। এই জগতের কেউ কর্তা নেই, কিন্তু কর্তৃত্ব যে একেবারে নেই, সেকথা বলা যায় না। কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব নিয়েই এই জগৎ স্বতঃ প্রকাশিত হয়। কর্তৃত্ব থাকুক বা না থাকুক, তুমি এতে দেহাত্মভাব রাখবে না, তুমি চিত্তরহিত হয়ে অবস্থান কর। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কেন অবশ্যমান্য শ্রুতিবাক্যে আত্মাকেই জগতের কর্তা বলা হয়েছে? শ্রুতির সেই বাক্য উপাচার মাত্র। যেমন লৌকিক কথায় বলা হয়, সুমধুর সুরে বাঁশী বাজছে, প্রকৃতপক্ষে বাঁশী বাদক দ্বারা বাদিত হয়, বাঁশী স্বয়ং বাজে না। এইভাবেই কর্তৃত্বরহিত আত্মার দ্বারা জগৎ সৃষ্ট না হলেও নবীন জ্ঞানার্থীর বোধোদয়ের জন্য জগৎস্রষ্টারূপে আত্মাকে উপাচারক্রমে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবারও বলি, অবিদ্যা প্রভাবে জগৎ কাকতালিয় অর্থাৎ স্বতঃই আকস্মিকভাবে রচিত হয়েছে। সুতরাং এহেন জগতের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করা নিতান্তই অজ্ঞতা।হে রামচন্দ্র! এই জগৎ নিরন্তর দেখা যাচ্ছে, একে শান্ত বা ক্ষয়াত্মক, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু বার বার এই জগৎ উৎপন্ন হচ্ছে, আবার প্রতিক্ষণে ধ্বংস হচ্ছে। তাই জগতের অস্তিত্ব নিত্য নয়, একথা বলা যায়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

হাওড়ার 'গাছ দাদা'

পেশায় বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক, যদিও তার নেশা গাছ লাগানো, তবে আর ৫ জনের মতো তিনি শুধু গাছের চারা বসিয়েই বাহবা কুড়োতে চান না, সন্তানের মতো গাছকে লালন পালন করেন, হাওড়ার আমতা ২ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা সৌরভ মণ্ডল, হাওড়ার সাবগাছতলা, জয়পুর, অমড়াগাড়ি, খালনা, বাগনান, দামোদরের শর্টকাট চ্যানেল এলাকায় তিনি কয়েক হাজার গাছকে বড় করেছেন

স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থার অধিকার রাজনীতির উর্দ্ধে

ড. রামদাস রায়

সম্প্রতি নীট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবগঠিত সিজেপি এবং অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল আন্দোলন শুরু করেছে। শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এই দাবিকে গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য বলা যায়। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন এবং সংসদে পরীক্ষায় অনিয়ম রোধে একটি কঠোর আইন আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা শীঘ্রই কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পরীক্ষা এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়। পরীক্ষা উচিত গঠনমূলক, যেখানে স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বাস্তবসম্মত পরামর্শ থাকবে। এ ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ সবসময়ই স্বাগত।

নীট পরীক্ষা ও বর্তমান সংকট

ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হল নীট, যার মাধ্যমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। আসন সীমিত, অথচ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুল। ফলে সারা দেশে অসংখ্য কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। অভিভাবকদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকেই ব্যবসা করছে। অনেক অভিভাবক যেকোনও উপায়ে সন্তানকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করাতে আগ্রহী হওয়ায় নানা ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপের জন্ম হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস, উত্তরপত্র নিয়ে বিভ্রান্তি এবং অন্যান্য অনিয়ম তারই ফল।

অনেক কোচিং প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয়তা ও ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রশ্নপ্রণেতা বা সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে গোপন যোগাযোগ রাখে—এমন অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। তবে অনেক সময় সেই অসাধু চক্র ধরা পড়ে এবং প্রকৃত চিত্র প্রকাশ্যে আসে। দেশে বিভিন্ন সময়ে এমন ঘটনা ঘটেছে।

এই পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। পরীক্ষায় অনিয়ম রোধে কঠোর আইনও অনুমোদিত হয়েছে। ছাত্রদের আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষাব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার আশ্বাস দিয়েছেন। ইতিমধ্যে এনটিএ–র একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আন্দোলন?

যদি ছাত্রদের ন্যায্য দাবিকে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, তবে তা দুর্ভাগ্যজনক। তরুণ প্রজন্মের উচিত এই রাজনৈতিক কৌশল সম্পর্কে সচেতন থাকা।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, এনটিএ একটি স্বশাসিত সংস্থা এবং পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব মূলত তাদের। শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা মূলত তদারকি ও নীতিগত পর্যবেক্ষণে সীমাবদ্ধ। কোনও অনিয়মের জন্য সরাসরি মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের সুযোগও সীমিত। যদিও ধর্মেন্দ্র প্রধান মানবিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে পদত্যাগ করেছেন, তবুও শুধুমাত্র তাঁর পদত্যাগে সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি এটিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি বলে মনে করেন।

এনটিএ–র কার্যপ্রণালী পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন

লেখকের মতে, সারা দেশের এত বড় পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে এনটিএ–র কাজ সন্তোষজনক নয়। অতীতে সিবিএসই–র অধীনে অল ইন্ডিয়া প্রি–মেডিক্যাল ও ডেন্টাল টেস্ট এবং এআইইইই যথেষ্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হত। এনটিএ গঠনের পর গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পরীক্ষাগুলির দায়িত্ব তাদের হাতে গেলেও সংস্থাটির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

তিনি মনে করেন, এনটিএ–কে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন করা উচিত। সংস্থার মধ্যে যদি অসাধু কর্মচারী থেকে থাকে তবে তাঁদের দ্রুত চিহ্নিত করে বরখাস্ত করা প্রয়োজন। পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত সংস্কার

১. নীট পরীক্ষা দুই ধাপে হওয়া উচিত। প্রথম ধাপে অবজেক্টিভ বা এমসিকিউ ভিত্তিক প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মূল পরীক্ষায় বসতে পারবেন। মূল পরীক্ষাটি বর্ণনামূলক (Descriptive) হওয়া উচিত, যাতে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও বিষয়ের গভীর জ্ঞান যাচাই করা যায়।

২. উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নম্বরের গুরুত্ব ফিরিয়ে আনা উচিত। র‍্যাঙ্কিং তৈরির ক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণির নম্বরের ৪০ শতাংশ এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার নম্বরের ৫০ শতাংশ বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমনটি ২০১৫–১৬ সালে ছিল। এতে স্কুল শিক্ষার গুরুত্বও বজায় থাকবে।

৩. মানসিক সক্ষমতা ও নৈতিকতা বিষয়ক পৃথক পরীক্ষা থাকা উচিত। মোট নম্বরের ১০ শতাংশ এই বিষয়ে বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে মতামত

নীট, জেইই (মেইন), জেইই (অ্যাডভান্সড) এবং ক্যাট–এর মতো সর্বভারতীয় উচ্চস্তরের পরীক্ষায় ধীরে ধীরে ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের শিথিলতা বা সংরক্ষণ না রেখে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করা উচিত, যাতে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই এই বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেবে।

পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির লক্ষ্য থাকে এই প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখা। কিন্তু নানা কারণে সেই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় এবং এ ক্ষেত্রে সরকারেরও দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধে কঠোর আইন এনেছে।

তবে দুঃখজনক বিষয় হল, কিছু রাজনৈতিক দল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারকে অস্থিতিশীল করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। দেখা গেছে, আন্দোলনে অংশ নেওয়া অনেকেই প্রকৃত ছাত্র নন। কলকাতায় কিছু বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অতীত থাকার অভিযোগও উঠেছে। গণতান্ত্রিক দেশে যে কোনও আন্দোলন হওয়া

উঁনিশ বছরের শিক্ষা

শক্তি ধর

আগস্ট মাসের ১ তারিখে রবীন্দ্র সদনে আসা বাংলাদেশের দেশহারা কবি তসলিমা নাসরিন কর্তৃক জয় গোস্বামীকে মঞ্চে আহ্বান, মঞ্চের দিকে জয়ের যাত্রা, জয়কে মঞ্চে ওঠার বিপক্ষে উপস্থিত দর্শকদের সোচ্চার আপত্তি, মঞ্চের আলোয় না গিয়ে নিজের আসনে ফিরে আসা বিতর্ক। এই বিতর্কে কাঠগড়ায় আসলে কার ওঠা উচিত তা নিয়ে মানুষের মনে একটা বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে। জয় নিজে বলেছেন, এই ধিক্কার তাঁর প্রাপ্য, কারণ তিনি গত ১৫ বছরে তসলিমা নিয়ে একটি কথাও বলেননি বা বাম আমলে তসলিমার বিতাড়নের প্রতিবাদ জানান নি। তসলিমা তাঁর ব্যক্তিগত মতামতে বলেছেন, তিনি যখন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তখন জয়ের এই অপমান তাঁরও। উদ্যোক্তা ওসমান অনুষ্ঠানের পর কোনো ত্রুটি থাকলে মার্জনা করে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বাইরে বিজেপি নেতারা তাঁদের মত করে জয়ের মঞ্চে ওঠার বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। সিপিএম নেতারা এটাকেই কট্টর মনোভাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু সেদিনের দর্শকদের প্রতিক্রিয়া জানার সুযোগ নেই। ফলে দোষটা ঠিক কার, তসলিমার নাকি উদ্যোক্তাদের নাকি জয়ের নাকি দর্শকদের তা বোঝার উপায় নেই।

তবে এখানে সময়টা সব চেয়ে বড় ফ্যাক্টর। এমন একটা সময়ে তসলিমা প্রত্যাবর্তনের এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে যখন মাত্র মাস তিনেক আগে এমন দুই শক্তিকে বাংলার জনগণ পরাজিত করেছে যারা গত ৫০ বছর ধরে মুসলিম মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। জয় এখানে কোনো একজন ব্যক্তি নয়, প্রশ্রয়কারীদের বিরুদ্ধে নীরব বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি যারা ধারাবাহিক ভাবে মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে মৌন থেকেছে। আবার তসলিমাও এখানে একজন ব্যক্তি নয়, তিনি মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জীবন্ত প্রতীক, যাকে নারী অধিকারের কথা বলতে গিয়ে দেশছাড়া, ঘরছাড়া হতে হয়েছে। সেদিন ওই অনুষ্ঠানে ২০০৭ সালের অপরাধীরা ছিল না কিন্তু অন্যায় মুখ বুজে সয়ে যাওয়াদের একজন প্রতিনিধি ছিল, কবিগুরুর ভাষায় অন্যায় সয়ে যিনি সমান অপরাধী। জনগন ইনিয়ে বিনিয়ে ব্যক্তিগত মান–অপমান, রাগ–দুঃখ বোঝে না, অপরাধীদের ঠিক সময়ে সবক শেখানোই তাদের কাজ। কে কাকে নিমন্ত্রণ করে সৌজন্য রক্ষা করছে, কে কার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই সাধারণ দর্শকদের। ১৯ বছর ধরে তাদের কুরে কুরে খেয়েছে মুসলিম মৌলবাদীদের কাছে প্রতিবাদী কণ্ঠের পরাজয়ের জ্বালা। তাদের গর্বের শহর কলকাতার কলঙ্ক তারা বয়ে বেরিয়েছে দু–দশক। ১৯ বছরের শিক্ষার পর তারা ২০২৬–এ খুঁজে পেয়েছে তাদের মুক্তির পথ যেটা ধরে সম্ভব হয়েছে তসলিমার কলকাতায় প্রত্যাবর্তন, কল্লোলিনীর

কলঙ্কমোচন।তবে যে মঞ্চে বাংলার মেরুদন্ডহীন বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে সকলে বক্তৃতা করছেন সেখানে জয়কে যে বেমানানই ঠেকতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গত ১৯ বছর তসলিমা বাংলায় ছিলেন না। তিনি হয়তো এই সময়কালে বাম আমলের প্রগতিশীল ও তৃণমূল আমলের চাটুকার, সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত নয়, কিন্তু উদ্যোক্তাদের পক্ষে এদের সম্পর্কে আগে ভাগে সতর্ক হওয়া বা তসলিমাকে সতর্ক করা উচিত ছিল, তাহলে হয়ত সেদিনের মহতী অনুষ্ঠানে এই অস্বস্তিকর মুহূর্ত এড়ানো সম্ভব হত।

মুসলিম মৌলবাদের বন্ধু শক্তি বোলচালের সুযোগ পেতো না। সিপিএমের দু একজন যাদের দলই পাত্তা দেয় না তারা জয়ের বিপক্ষে জনতার রোষকে বিপক্ষ মত দাবিয়ে রাখার সঙ্গে তুলনা করেছে। ওরা ভুলে গেছে জয় কোনো বিরুদ্ধ মত নয়, কোনো বিতর্ক সভায় যোগদান করতে জয় আসেন নি, তিনি তসলিমার বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণকারীদের করা অন্যায়ের নীরব সহযোগী। ফলে এখানে বিরুদ্ধ মতের বিরুদ্ধাচারণের প্রশ্ন অবান্তর। আসলে জয়কে খাড়া করে একটা রাজনৈতিক বিতর্ক করে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে রাখতে চাইছেন। পাশাপাশি বিজেপি নেতাদের জয়ের বিপক্ষে অবস্থানটাও কিন্তু সময়ের সাক্ষী থাকছে।। মনে রাখতে হবে যে কোনো মৌলবাদের সঙ্গে অন্ধ আপস তাদেরকেও ভবিষ্যতে একই ভাবে বিড়ম্বনায় ফেলতে পারে।

পুস্তক সমালোচনা

বিধান সাহা

মানব প্রাণের অলৌকিক মহিমা

নদীয়া জেলার পাথরঘাটা গ্রামে সরস্বতী নদীর ধারে শ্মশানে বসবাস শুরু করেন চাচা ফকির উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। চাচার আসল নাম বা কোথা থেকে এসেছিলেন, তা নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। শুধু জানা যায় যে, তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সুপুরুষ। তাঁর বেশভূষা ছিল দরবেশ প্রকৃতির। সকল সময় খড়ম পায়ে চলাফেরা করতেন। তিনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। গ্রামের সকল মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন ও তাদের ভালো মন্দ নিয়ে চিন্তা করতেন। চাচার অনেক অলৌকিক গুণাবলী ও মহিমা লোকমুখে প্রচারিত হয়েছিল। আজও সেই জনশ্রুতি প্রচলিত হয়ে আছে।

চাচা ফকিরের স্মৃতি চারণা ও অলৌকিক কাহিনী লেখার ইচ্ছা নিয়েই কলম ধরেছেন প্রবীণ লেখক নারায়ণ চন্দ্র সমাদ্দার। অনেকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে চাচা ফকির রচনা করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকা অংশে এই গ্রন্থ লেখার প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, আমার মনে হয় চাচা ফকির সাধুবেশী স্বদেশী বিপ্লবী ছিলেন। অত্যাচারিত চাষিদের নীল চাষ বন্ধ করার জন্য চাচা ফকির ও অন্যান্যরা সাধুবেশে মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সংগঠিত করতেন। চাচা ফকিরের মহিমা নিয়ে বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন লেখক। বোবা মানুষকে কথা বলানো, পঙ্গুকে সারিয়ে তোলা, মৃতকে জীবন দান –এই অলৌকিক ঘটনা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। চাচার বাগানে একটি নিম গাছের মহিমারও উল্লেখ রয়েছে। চাচার স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ২রা ও ৩রা তারিখে উৎসব পালন করা হয়।

চাচা ফকিরের পরিচয় পেতে নাতি দীর্ঘ গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। জনসাধারণের কাছে প্রাঞ্জল ভাষায় চাচা ফকিরের জীবন

ও কর্মকে তুলে ধরার জন্য লেখক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

মুয়াল্লিম জাহির বাড়াদীর রঙিন প্রচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলি আরও স্পষ্ট হতে পারতো। গ্রন্থের ছাপা পরিচ্ছন্ন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট চাচা ফকির —নারায়ণ চন্দ্র সমাদ্দার। প্রকাশক : ছন্দের হাট, পাথরঘাটা, নদীয়া। মূল্য – ৮০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি কালী ক্ষেত্রের পরিচয়

আমাদের রাজ্যের নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে কালী আরাধনার ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রগুলির কয়েকটিকে একই মলাটে গ্রথিত করেছেন নিরঞ্জন কুণ্ডুর 'মা কালিকা দেবী' গ্রন্থে। অল্প কথায় রচিত হয়েছে গ্রন্থের ভূমিকা। লেখক বলেছেন, বহু মন্দিরের মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত মন্দিরের এই কাহিনী সংকলন ভক্ত পাঠককুলের মনোমন্দিরে যদি জায়গা করে নিতে পারে তাহলে পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবো।

শুরুতেই মা কালিকা দেবী শীর্ষক রচনায় লেখক দেবী কালিকার পরিচয় তুলে ধরেছেন সহজ সরল ভাষায়। আনুমানিক ৫০০ বছর আগে তন্ত্রাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রথম কালী মূর্তি নির্মাণ করে কালী পূজার প্রচলন করেন বলে উল্লেখ করেছেন লেখক। শিবকে দেখানো মহামায়ার ১০টি রূপের একটি হলেন দেবী কালিকা। সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন লেখক।

পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ৪৭টি কালী মন্দির ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। মন্দির উৎপত্তির ইতিহাস, দেবী মাহাত্ম্য, নিত্য পূজা পদ্ধতি, বাৎসরিক পূজার সময়– প্রতিটি রচনাতেই ধরা পড়েছে। দেবী মূর্তির বর্ণনাও উঠে এসেছে তার পাশাপাশি। প্রতিটি কালী ক্ষেত্রই যেন স্বমহিমাময়। প্রতিটি ক্ষেত্রেরই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সমসূত্র একটিই– তিনি সকলের আরাধ্যা দেবী, সর্ব বিঘ্নহারিণী মা কালী।

গ্রন্থ শুরু হয়েছে কালীঘাটের দক্ষিণা কালীর পরিচয় মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে। গ্রন্থ শেষ হয়েছে পাঁশকুড়ার ডাকাতিয়া কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। মাঝে রয়ে গেছে বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী, ছাতুবাবুর বাজারের বসা কালী, টালিগঞ্জের করুণাময়ী, রাণাঘাটের জহুরা কালী, তারাপীঠের মা তারা, ভদ্রপুরের মা গুহ্যকালী, কোন্নগরের রাজরাজেশ্বরী, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী, আলিপুরদুয়ারের মা ছিন্নমস্তা, আড়িয়াদহের আদ্যাপীঠ, তমলুকের বর্গভীমা মন্দির, জলপাইগুড়ির ভ্রামরীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা।

সহজ সরল সাবলীল বর্ণনাতেই কয়েকটি নির্বাচিত কালী মন্দিরের মাহাত্ম্যকে একই মলাটে ধরে পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন নিরঞ্জন কুণ্ডু। এতগুলো কালী ক্ষেত্রকে এক

সঙ্গে পেয়ে পাঠক মনও আনন্দিত হয়। দেবী কালিকা ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন মাহাত্ম্যে পাঠক হৃদয়কে আলোড়িত করেন। ভালো লাগে লেখকের এই প্রয়াস। তাঁর পরিশ্রম সার্থক বলে মনে হয়।

কালী মন্দির বা দেবী বিগ্রহের ছবির অভাব বিশেষ করে অনুভূত হয়েছে। ছবিগুলো দেওয়া গেলে গ্রন্থের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পেত বলেই মনে হয়। আগামীতে নিশ্চয়ই এই ভাবনা চিন্তা করা যেতে পারে। হয়তো আগামীতে আরও কালী ক্ষেত্রের নাম ও মাহাত্ম্য সংযোজিত হবে।

শরদিন্দু জানার রঙিন প্রচ্ছদ পরিকল্পনা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত সুপরিচ্ছন্ন। বাঁধাইও প্রশংসার দাবি রাখে।

☐ মা কালিকা দেবী – নিরঞ্জন কুণ্ডু। প্রকাশক : পূর্ণিমা কুণ্ডু, বড়গোদাগোদার, পূর্ব মেদিনীপুর। মূল্য –৮০ টাকা মাত্র।

দেশ দেশান্তরে

সংবাদ সংগ্রহ নিয়ে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ালো পাকিস্তান। এবার বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত পাকিস্তানি সাংবাদিক, 'ফিক্সার' এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্মীদেরও ইসলামাবাদ, লাহোর ও করাচির বাইরে সংবাদ সংগ্রহের জন্য সরকারি অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নতুন এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের হয়ে কাজ করা স্থানীয় কর্মীদের দেশের তিন প্রধান শহরের বাইরে যেতে হলে আগে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। পাশাপাশি তাঁদের সরকারি দপ্তরে নিবন্ধন করাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর আগে মূলত বিদেশি নাগরিক সাংবাদিকদের চলাফেরার ক্ষেত্রেই এই ধরনের বিধিনিষেধ কার্যকর ছিল। এবার প্রথমবারের মতো পাকিস্তানি নাগরিক কর্মীদেরও একই নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হল।

কেন এই নতুন বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে, সে বিষয়ে পাকিস্তান সরকার নির্দিষ্ট কোনও কারণ জানায়নি। তবে পাকিস্তান–নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ এবং দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্রোহী কার্যকলাপের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত সামনে এসেছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই বিদেশি সাংবাদিকদের কাশ্মীর, বালুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়ার মতো সংবেদনশীল এলাকায় যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

নতুন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিনিধি প্যাট্রিসিয়া গসম্যানের অভিযোগ, এই ধরনের বিধিনিষেধ সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের 'সেল্ফ সেনসরশিপ'–এর দিকে ঠেলে দেওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলিও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। জানা গিয়েছে, সাংবাদিকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ থাকা উচিত। বিবিসিও নতুন বিধিনিষেধ নিয়ে 'অত্যন্ত উদ্বিগ্ন' বলে জানিয়েছে এবং তা প্রত্যাহারের দাবি করেছে।

এদিকে পাকিস্তান–নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরেও বিদেশি সাংবাদিকদের উপর নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া সেখানে থাকা বিদেশি সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। একটি সংবাদ মাধ্যমের মুখপাত্র জানিয়েছেন, সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং তাঁরা যেখানে অবস্থান করছেন, সেখান থেকেই সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ থাকা উচিত। ২০২৬ সালের প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে পাকিস্তানের অবস্থান ১৫৩ তম। সংগঠনটির মূল্যায়নে পাকিস্তানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিস্থিতি 'অত্যন্ত গুরুতর' পর্যায়ে রয়েছে।

জৈবিক চাষে ফিরছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি সংলগ্ন চম্পাসাড়ি অঞ্চলের উত্তর পলাশে সম্পূর্ণ জৈবিক পদ্ধতিতে দেশি ধানের চাষে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষকেরা। কৃষিজমিতে এখন চলছে কালো নুনিয়া, সাদা নুনিয়া, রাধা তিলক এবং তুলাই পাঞ্জি–সহ একাধিক ঐতিহ্যবাহী ধানের জাতের রোপণের কাজ। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির পাশাপাশি হারিয়ে যেতে বসা দেশি ধানের বীজ সংরক্ষণ ও জৈবিক চাষের মাধ্যমে কৃষির পুরনো ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন এলাকার চাষিরা।

স্থানীয় কৃষক বিষ্ণু রায় জানান, এই চাষে কোনও ধরনের রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে জমির উর্বরতা বজায় রেখে ধানের উৎপাদন করা হয়। তাঁর মতে, জৈবিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত ধান যেমন স্বাস্থ্যসম্মত, তেমনি মাটি,

জল ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষকদের আশা, দেশি ধানের এই ঐতিহ্যবাহী জাতগুলির চাষ শুধু পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশীয় বীজ সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। উত্তর পলাশে জৈবিক কৃষির এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই কৃষি ও পরিবেশ সচেতন মহলে প্রশংসিত হচ্ছে।

জঞ্জাল ফেলায় বিধিনিষেধ

জয়ন্ত চক্রবর্তী : রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ২ আগষ্ট দ্বিতীয়বার শিলিগুড়ি শহরে পদার্পণ করেন এবং 'লাইভ ফোন ইন' এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে মুখোমুখি অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে শিলিগুড়ির পুর নিগমের সভাকক্ষে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত এই পাঁচ জেলার পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান, প্রশাসক, সংসদ, বিধায়ক, জেলাশাসক ও অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দের সঙ্গে এক প্রশাসনিক বৈঠক করেন। অনুষ্ঠানের শেষে শিলিগুড়ি পুর নিগমের প্রশাসক কমিশনার সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে প্রায় ৪৫ মিনিট বৈঠক করেন এবং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে রাজ্যের সব পুরসভায় প্রকাশ্যে থুতু খেলা, জঞ্জাল ফেলা, শহরের যেখানে সেখানে শৌচকর্ম করা, শহরজুড়ে রাস্তার উপর বালি–পাথর ফেলে রেখে বাড়ির মালিক নির্মাণ কার্যকর করে চলেছেন তাতে আমজনতার চলাফেরা ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এই কারণে কঠোর পদক্ষেপ ও জরিমানার কথা বলেছেন। এই পদক্ষেপে শহরের নাগরিকদের পক্ষ থেকে মাননীয়া মন্ত্রীকে সাধুবাদ জানানো হয়। পুরসভা, স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের সমস্ত স্তরে নাগরিকদের সচেতনতার বার্তা দেওয়া খুবই প্রয়োজন। শহরের প্রতিটা জায়গায় ডাস্টবিন এবং পে এন্ড ইউজ টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। নিঃসন্দেহে এই পদক্ষেপ খুবই ভালো। বহুদিন ধরে রাস্তায় বালু, পাথর পড়ে থাকার ফলে ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। জনৈক শ্যামসুন্দর বাবু এবং আরো কয়েকজন আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, শহরের রাস্তা এবং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় বিদ্যালয়েগুলির ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে যে বাসগুলি বেপরোয়া গতিতে চলে তাতে যে কোন সময় বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। পূর্বে স্কুল বাসের দ্রুত গতিতে চলার ফলে ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটেছে এটা রদ করার জন্য পুলিশ প্রশাসন স্থানীয় প্রশাসন এবং পৌরসভা প্রশাসনকে এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি বিধানসভার ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি বিধায়ক তথা পর্যটন মন্ত্রী ডক্টর শঙ্কর ঘোষ, মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধায়ক, ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক তথা পরিবহন ও অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, দার্জিলিং এর সংসদ রাজু বিষ্ট ও অন্যান্য জেলার জনপ্রতিনিধিরা সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ প্রমুখ।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পৈলানে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার দপ্তর থেকে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে ৩ আগস্ট একটি বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ চলবে আগামী ৯ আগস্ট পর্যন্ত। এদিন পথও নিরাপত্তা সপ্তাহে বাইক র‍্যালির উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন। উপস্থিত ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বাইক র‍্যালিটি স্বামীনাথন মন্দির পর্যন্ত পথপরিক্রমা করে। পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন

বলেন, 'আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে সপ্তাহব্যাপী পথ নিরাপত্তার সম্পর্কে সচেতন করা। যাতে সকলে সিট বেল্ট পরেন, টু হুইলার চালাবার সময় হেলমেট পরেন, মদ্যপ অবস্থায় কেউ যাতে গাড়ি না চালায়, সেই সঙ্গে ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করা। 'আজ নিরাপদ তো আগামীদিনও নিরাপদ' এই হচ্ছে আমাদের পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের উদ্দেশ্য। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা জুড়ে সপ্তাহ ব্যাপী বিভিন্ন এলাকায় পথ নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান চলবে।' ছবি : অরুণ লোধ

বাড়তি আয়ের জন্য পেঁপে চাষ লাভজনক

দেবাশিস রায় : খাদ্যরসিক ও স্বাস্থ্য সচেতন বাঙালি বাজারে গিয়ে সবজি কেনার সময় কাঁচা পেঁপের খোঁজ করবে না এমন মানুষ বিরল। তাই বাঙালির রোজকার খাদ্যতালিকায় পেঁপের পদ থাকাটাই একপ্রকার দস্তুর। কাঁচায় সবজি আর পাকায় ফলের তকমা যাই হোক না কেন পেঁপের চাহিদা তুঙ্গে বারোমাস। পেঁপের বিজ্ঞানসম্মত নাম ক্যারিকা প্যাপায়া। তবে, পশ্চিমবঙ্গে এই সবজি চাষের উপযুক্ত সময় হিসেবে ধরা হয় আষাঢ়–শ্রাবণ মাস। ভৌগলিক অবস্থান নিরিখে কোনও কোনও অঞ্চলে ভাদ্র মাসেও পেঁপের চাষ করা যেতে পারে। এমনিতেই বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আষাঢ়–শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকাল হলেও প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় এখানে শরৎকালেও বাদলা আবহাওয়ার উঁকিঝুঁকি দেখাই যায়। এখন অর্থাৎ এইসময় কীভাবে পেঁপে চাষ করলে বাড়তি কিছু আয় ঘরে তোলা সম্ভব হবে সেই নিয়েই দু'–চার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পেঁপে চাষের জন্য সবার আগে উন্নত প্রজাতির(রেড লিলি, তাইওয়ান, পুসা..প্রভৃতি)চারা বেছে নিতে হবে। এধরনের চারাগুলি অল্পসময়ে বেড়ে ওঠে এবং প্রচুর পরিমাণে ফল দিতে সক্ষম। অনেকে বীজ থেকে চারা তৈরি করেন। তবে, সেদিকে নাগিয়ে কোনও প্রতিষ্ঠিত নার্সারি থেকে উন্নত প্রজাতির চারা কিনে রোপণ করাটাই সবথেকে যুক্তিযুক্ত। এতে ঝুঁকির পরিমাণ কম। পেঁপে চাষের জন্য পলি/ বেলে–দোয়াঁশ মাটিই সবেচেয়ে আদর্শ। এই মাটিতে জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো হয়। কারণ চারার গোড়ায় জল জমলে তা গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক। কমপক্ষে

১ মাস বয়সি চারা কিনে সেটিকে প্রায় দেড় ফুট গভীর এবং দু' ফুট চওড়া গর্তে রোপণ করতে হবে। সারিবদ্ধভাবে রোপণের জন্য দু'টি চারার মধ্যেকার দূরত্ব কমপক্ষে ৬ ফুটের মতো থাকবে। প্রতিটি গর্তে গোবর সার সহ ভার্মি কম্পোস্ট, খোল সার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফসফেট দেওয়ার প্রয়োজনও হতে পারে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পর্যাপ্ত রোদ তো লাগবেই এবং কোনওভাবেই যেন পেঁপেচারার ভিলিতে অর্থাৎ সারিতে যেন জল জমে না থাকে।

যদি প্রথম থেকে খেতে যথাযথ পরিচর্যা এবং দেখভাল করা হয় তাহলে রোগপোকার আক্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠেকানো যায়। তা সত্ত্বেও যদি রোগপোকার আক্রমণ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে নিমতেল স্প্রে করলে সুফল মেলে। এরই পাশাপাশি সম্ভব হলে স্থানীয় একজন কৃষিরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতেই পারে। এইমুহূর্তে জেলার সবজি বাজারে এক কেজি কাঁচা পেঁপে কিনতে গেলে ৩০–৪০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। উৎপাদনের ঘাটতি হলে সময় ভেদে এই দামই ৬০–৮০ টাকার ঘরে পৌঁছে যায়। তবে, হলুদ পাকা পেঁপের দামও বেশ চোখ রাঙায়।

অবৈধভাবে ইউ এস জি মেশিন ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বিশালক্ষীতলার জীবন আরোগ্য নার্সিংহোমের ইউএসজি মেশিনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করলো সরকার। প্রসঙ্গত সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি প্রবর্তিত সেবাশ্রয় ক্যাম্প নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বিভিন্ন থানায়। অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। যেখানে বলা হয়েছে, ক্যাম্পে যে সমস্ত ডাক্তাররা পরিষেবা দিয়েছেন তাদের অধিকাংশেরই কোনও রেজিস্ট্রেশন ছিল না। এমনকি সরকারি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন নার্সিংহোম থেকে ইউএসজি, এক্সরে মেশিন ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই সমস্ত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর বিভিন্ন থানায় পুলিশি তৎপরতা শুরু হয় এবং নার্সিংহোমে অভিযান চলে। জানা যাচ্ছে, জীবন আরোগ্য নার্সিংহোম থেকেও ইউএসজি মেশিন সেবাশ্রয় ক্যাম্পে দেওয়া হয়েছিল। সরকারি আধিকারিকরা সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে ওই নার্সিংহোমের ইউএসজি মেশিনটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছে। এলাকাতে এও গুঞ্জন ছড়ায় যে জীবন আরোগ্য নার্সিংহোমেরই রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে নার্সিংহোমের মালিক সাজিবুল মণ্ডল বলেন, 'দেখুন ইচ্ছা পূর্বক হোক বা জোরপূর্বক হোক আমাদের হয়তো মেশিন দিতে হয়েছিল, স্বীকার করছি সেটা বৈধ ছিল না। তাই ওই মেশিনটির রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়েছে। আমাদের নার্সিংহোমের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়নি, দিব্যি খোলা আছে।'

মাদকমুক্ত যুব সমাজ গঠন

সুব্রত মণ্ডল : বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে মাদকমুক্ত যুব সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়ে ২ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে 'নেশা মুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান'–এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই জাতীয় কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী ১০০ সপ্তাহব্যাপী দেশজুড়ে মাদকবিরোধী সচেতনতা অভিযান চালানোর ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচিতে দেশের ২৮ হাজারেরও বেশি স্থানে প্রায় ১ কোটিরও বেশি যুবক, যুবতী, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবীরা অংশগ্রহণ করে মাদকমুক্ত ভারত গড়ার শপথ নেন। হুগলী জেলায় ইটাচুনা কলেজ, বাগাটি কলেজ এবং বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মেরা যুবা ভারত, হুগলী এবং সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বৈঁচি আটচালা গ্রুপ এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় ১ হাজারেরও বেশি তরুণ তরুণী অংশ নিয়ে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রতাপ ব্যানার্জি, মেরা যুবা ভারত, হুগলীর আধিকারিক সৈকত মণ্ডল, অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক বিধানচন্দ্র সরকার, বৈঁচি আটচালা গ্রুপের সদস্য অভিজিৎ সাধুখাঁ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে মেরা যুবা ভারত, হুগলীর আধিকারিক সৈকত মণ্ডল জানান, 'আগামী ১০০ সপ্তাহ ধরে জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবীরা মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবির, প্রচার অভিযান ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে নেশার কুফল সম্পর্কে সচেতন করবেন। যুব সমাজকে সুস্থ, সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতেই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।'

নাগেরবাজার দমদম সাতগাছি মোড় কিষান মোর্চার উদ্যোগে ২ রা আগস্ট রবিবার এক বিশেষ সভার আয়োজন হয়েছিল উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বাংলার কৃষি মন্ত্রী মাননীয় দুধকুমার মণ্ডল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন ডায়মন হারবার সাংগঠনিক জেলা কমিটির কিষাণ মোর্চা সভাপতি মাননীয় অক্ষয় মণ্ডল মহাশয় এবং বজ বজ ৫ নম্বর মন্ডলের কিষান মোর্চা সভাপতি আশুতো হালদার এবং কিষান মোর্চার সকল উচ্চ আধিকারিকবৃন্দ ধন্যবাদ।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভার অন্তর্গত আশুতি কলাতলা থানায় এলাকায় অবৈধ জিন্স কারখানা ও পরিবেশ দূষণের অভিযোগে ডায়মন্ড হারবার বিজেপি সংগঠনিক জেলার উদ্যোগে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সংগঠনের সভানেত্রী সোমা ঘোষ, তমনাথ ভৌমিক, অভিজিৎ সরদার প্রমুখ।

সভানেত্রী সোমা ঘোষ বলেন, 'আশুতি কলাতলা থানা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের আমল থেকেই লাইসেন্স ছাড়াই একাধিক জিন্স কারখানা গজিয়ে উঠেছে। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ছাড়া অ্যাসিড মিশ্রিত দূষিত জল খালে ফেলা হচ্ছে। যার ফলে এলাকায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বিভিন্ন মানুষের চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া যত্রতত্র অবৈধ বহুতল গড়ে উঠেছে। অবৈধভাবে মাটি কাটা হচ্ছে এবং জমি বিক্রি হচ্ছে যত্রতত্র। এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ড্রেনেজ ব্যবস্থার উপরে বহু অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। আমরা থানায় এসমস্ত বিষয়ে অভিযোগ করেছি এবং পুলিশ প্রশাসনকে বলব সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই এই এলাকায় একটি জিন্স কারখানায় বয়লার ফেটে এক শ্রমিকেরও মৃত্যু হয়।

ধর্মান্তকরণ রুখে দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সাতগাছিয়া ও বজবজ বিধানসভায় হিন্দু সনাতনীদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণ রুখে দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজবজ ২ নম্বর প্রখণ্ড। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ জুড়ে সাতগাছিয়া বিধানসভার চকমানিক এবং গদাখালি ও বজবজ বিধানসভার বিড়লাপুরে গোপনে হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়া চালাচ্ছিল খ্রিস্টান মিশনারীরা। এই খবরটি জানতে পারে বজবজ ২ নম্বর প্রখণ্ডের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বুদ্ধদেব নস্কর দ্রুততা এবং তৎপরতার সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে এই ৩টি জায়গায় অভিযান চালান। তারপর তিনি হিন্দু সনাতনীদের বোঝান যে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য এবং অস্মিতা। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্র যে গভীর ষড়যন্ত্র করছে এবং দেশবিরোধী শক্তি দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে চাইছে সেই বিষয়টি হিন্দু সনাতনীদের সামনে তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে। তারপরই হিন্দু সনাতনীদের চৈতন্য ফেরে এবং তারা স্বধর্মে থাকার প্রতিজ্ঞা করেন।

বুদ্ধদেব নস্কর আরো বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সনাতনী হিন্দুদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তকরণের একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে খ্রিস্টিয়ান মিশনারিরা। এটা ডিপ স্টেট এর একটা গভীর চক্রান্ত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এভাবেই ধর্মান্তকরণ রুখতে তাদের অভিযান চালিয়ে যাবে আগামীদিনে। খুব শীঘ্রই বর্ষার পর মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের আয়োজন করতে চলেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজবজ ২ নম্বর প্রখণ্ড। সেই মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞে সকল হিন্দু সনাতনীদের আমরা আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম।

নুঙ্গী ষ্টেশনে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে পালা পরিবর্তনের পর রেল দপ্তর একের পর এক রেলওয়ে স্টেশনকে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। বেশ কিছুদিন আগেই রেল দপ্তর বজবজ–শিয়ালদহ শাখার নুঙ্গী স্টেশন থেকে অবৈধ দখলদারদের উঠে যাবার জন্য নোটিশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নোটিশে কেউ কর্ণপাত করেনি। ১ আগস্ট রাত ১১ টার পর রেল দপ্তর বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। বিশাল রেল পুলিশ, জিআরপি এবং রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ঘিরে ফেলে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। প্রথমে প্লাটফর্মে যে সমস্ত দোকানগুলো ছিল তার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। প্রায় আড়াইশোটি দোকান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। বামপন্থী সংগঠন বিক্ষোভ দেখালেও তাতে উচ্ছেদ অভিযানে ভাটা পড়েনি। রেল দপ্তর সূত্রে জানা যায়, যাত্রী পরিষেবা আরো উন্নত করার জন্য এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্টেশনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এই উচ্ছেদ অভিযান চলবে। দীর্ঘদিন পর নুঙ্গী স্টেশন অবৈধ দখলদার থেকে মুক্ত হবার পর নিত্যযাত্রীরা অত্যন্ত খুশি। কারণ সন্ধ্যার পর ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম পুরো সবজি বিক্রেতাদের দখলে চলে যেত। রেলের জমিতে গড়ে উঠেছিল কংক্রিটের ঘরবাড়ি। আগেও রেল দপ্তর উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু যেহেতু রাজ্যের তৃণমূলের শাসন ছিল তখন রাজ্য পুলিশ কোন সহযোগিতা করত না। যেহেতু এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত তাই রেল দপ্তর একের পর এক স্টেশনে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে।

অন্য স্বাদের ধারাবাহিক

মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা

সুবীর পাল

রাজনৈতিক নিলামের শিকার অজাতশত্রু হেমন্ত কুমার বসু

আমরা অনেকেই আজ নিজেদের সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করে বলি, আত্মঘাতী বাঙালি। বিপরীত মুখে যখন এই আমরাই আবার সোচ্চার হই কখনও সখনও বাংলার অস্মিতা মুখর স্লোগানে উদ্দীপ্ত হয়ে। তখন? আদতে তখন বলতে, এমন দুমুখো সঞ্জীবনী মার্কা চির দ্বিধাবিভক্ত বাঙালি স্বেচ্ছায় যে ভুলে যেতে চায় অনেক কিছুই। নিজস্ব ঐতিহ্যে মারো গোলি। অজাতশত্রু আত্মজ সংগ্রামে। দূর ওসব ব্যাকডেটেড। যেমনটা আজকের কাঁকড়া শ্রেণিভুক্ত স্বঘোষিত গর্বিত বাঙালিয়ানা যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতেও বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করে থাকে। নয়তো হেমন্ত কুমার বসুকে কি অবলীলায় না ভুলে যেতে পারে অধুনার বাঙালিয়ানা। আত্ম সমালোচনা করতে বসলে এক লজ্জার দীর্ঘশ্বাস ফেলা নীরবতা তছনছ করে মাথা নিচু করে আমাদের স্বীকার করতেই হয়, সিংহভাগ বরং যুবসমাজ সাম্প্রতিককালে জানবার নূন্যতম চেষ্টাটুকুও করেন না এই গর্বের বাঙালি সন্তান সম্পর্ককে। অথচ এরাই আবার হোক, কলরব হোক, কলরব ভাষায় উজ্জীবিত হয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে মহানগরীর বুকে মোমবাতি মিছিলের আয়োজন করেন সম্মিলিতভাবে। এটাই আজকের লেটেস্ট ট্রেন্ডি জয় বাংলা। হায়রে! বিস্মৃতির অন্ধকার গর্ভে হারিয়ে যাওয়া বাঙালির কৃতি সন্তান হেমন্ত কুমার বসু। নিজ গুণে ক্ষমা করে দিও অধুনা বাংলার অকৃতজ্ঞ এ হেন জ্যাতাভিমানকে।

একদা কলকাতায় একটা কথা খুব প্রচলিত ছিল, টালা থেকে টালিগঞ্জ — আসলে মহানগরের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ দিগন্ত বলতেই এই চলতি কথাটা কলকাতাবাসীর মুখে মুখে ফিরতো। সেই টালার প্রসঙ্গ তুলতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে মনে এসে যায় টালা ব্রিজের কথা। টালা ব্রিজেরও একটা ভুলে যাওয়া নাম আছে। বাংলার অতীত অস্মিতার সেই ভুলে যাওয়া নামটি হলো হেমন্ত সেতু। কি ঘোর লাগলো তো মনে মনে? তাই নাকি, টালা ব্রিজের অপর নাম আবার হেমন্ত সেতু? হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন। বাঙালির স্মৃতি–বিস্মৃত হতেই পারে। তাই বলে তো আর নিজস্ব ইতিহাস প্রমাদ ঘটাতে পারে না।

১৯৩৬ সালে চালু হয়েছিল টালা ব্রিজ। গরু পারাপারের জন্য ওই সেতু ব্যবহার করা হতো বলে লোকমুখে তার নামই হয়ে যায় 'কাউ ক্রসিং ব্রিজ'। তবে যে সেতুটি হালে ভেঙে ফেলা হলো, তার কাঠামো তৈরি হয়েছিল অনেক পরে। ১৯৬৪ সালে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সময়ে। নাম হয় 'টালা ব্রিজ'।

'কাউ ক্রসিং ব্রিজ' থেকে 'টালা ব্রিজ', নামের এমনতর পরম্পরা কিন্তু থেমে থাকেনি। সেতুর নিজস্ব ইতিহাস আবারও পরিবর্তিত হলো ১৯৭৩ সালের ৫ অক্টোবর। টালা সেতুর নাম বদলে হলো 'হেমন্ত সেতু'। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান প্রয়াত নেতাজিবাদী নেতা হেমন্ত কুমার বসুর স্মরণে তাঁরই ৭৮তম জন্মদিনে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সেতুর এই নতুন নামকরণ করেন।

প্রশ্নটা এখানেই, টালা ব্রিজ –এর নাম হেমন্ত সেতু হলো কেন?

সাল ১৯৭১। দিনটি ছিল ২০ ফেব্রুয়ারি। টালা সেতুর নিকটবর্তী ফড়েপুকুর লাগোয়া শ্যামপুকুর স্ট্রিটে বছর ছিয়াত্তরের হেমন্ত কুমার বসুর উপরে একদল যুবক হামলা চালায় অতর্কিতে। ভোজালি দিয়ে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে তাঁকে খুন করেছিল ওরা। অনেকের মতে সেই আততায়ীরা আসলে ছিল নকশালদের আড়ালে কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধীরা। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নাম জড়িয়ে গিয়েছিল তদানীন্তন রূপোলি জগতের এক ফিল্ম স্টারেরও।

অজাতশত্রু হেমন্ত কুমার বসু নামক মানুষটি এক সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোদ্ধা ছিলেন। এমনকি জন্মলগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলেন নেতাজি প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লক দলের সঙ্গে। আক্রান্তের সময়কালে তিনি শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শোনা যায় হামলার সময় অজাতশত্রু মানুষটি আততায়ীদের বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে মারছো কেন, আমি তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করিনি!' অতঃপর গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে হেমন্তবাবুকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্কুলের বন্ধুরা এসে জামায় কালো ব্যাজ লাগিয়ে দিয়েছিল। ওই সময় থেকেই কিশোর হেমন্ত জড়িয়ে পড়লেন বিপ্লবী আন্দোলনে। পরের বছর, ১৯০৬ সালে কয়েকজন বন্ধু মিলে যোগ দিলেন অনুশীলন সমিতিতে। সেখানকার কিশোর বাহিনীর সদস্য হয়ে দেশ মাতৃকার মুক্তির শপথ নিলেন ১১ বছরের ছোট্ট হেমন্ত। ১৯০৭ সালে জনসেবামূলক কাজে অংশ নেন। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি বেআইনি ঘোষিত হলেও থেমে থাকেনি হেমন্তবাবুদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ, বিপ্লবী দলের হয়ে গোপনে খবর সংগ্রহ করতেন। এই কাজের সূত্রেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে যায় বহু স্বনামধন্য বিপ্লবীর সঙ্গে।

১৯১৩ সালে ছাত্রাবস্থায় বর্ধমানে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণকার্যে অংশ নেন। ১৯১৪ সালে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে প্রথমবার সক্রিয় ভূমিকায় এগিয়ে এলেন হেমন্তবাবু। এই সময় বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। অরবিন্দ ঘোষ, চারু রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের সঙ্গে আত্মগোপন করেছিলেন তিনিও। ১৯২১ সালে কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং গ্রেফতার হন। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টিতে যুক্ত হয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।

সমসাময়িক সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর আলাপ। নেতাজি তখন জাতীয় কংগ্রেসের তরুণ তুর্কি। সেদিনের বন্ধু নেতাজির পাশে থাকবেন বলে প্রথাগত পড়াশোনা ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন হেমন্তবাবু। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রথম জেল খেটেছিলেন হেমন্ত কুমার বসু। পরে ১৯৩০ সালের মহিষবাথান লবণ আন্দোলনে

সামিল হোন। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে দেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করার কারণে কারাবরণ করেন তিনি। বয়সে দুই বছরের ছোট সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে হেমন্তবাবুর আলাপ ততদিনে গড়িয়ে গেছে এক গভীরতম ভরসাযোগ্য বন্ধুত্বে। ১৯২৮ সাল নাগাদ কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন আয়োজনের জন্য সুভাষচন্দ্র বসু যে বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, তারই অন্যতম সহযোগী ছিলেন এই হেমন্ত কুমার বসু।

১৯৩৮ সালের হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের পর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে চরম মতবিরোধের মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র বসুর অবস্থানকেই সমর্থন করেছিলেন হেমন্তবাবু। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার সময় কাল থেকেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন বন্ধুবর নেতাজির সঙ্গে। সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে দেশত্যাগ করার পর ব্রিটিশ পুলিশের বিষ নজর পড়ে হেমন্তবাবুর উপর। তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। হেমন্ত কুমার বসু ছিলেন এক আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী। কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিই দমাতে পারেনি তাঁকে। ১৯৪৬ সালে রাজ্য বিধানসভার সদস্যও হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সক্রিয় রাজনীতিতে ছেদ পড়েনি তাঁর। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে মানুষের কাজ করতে ভালোবাসতেন বরাবর।

সকলের শ্রদ্ধেয় ও ভালোবাসার মানুষ ছিলেন হেমন্ত কুমার বসু। অজাতশত্রু হিসাবে পরিচিত ছিলেন দলে। রাস্তায় দেখা হলে লোকজন প্রণাম করতো তাঁর পায়ে হাত দিয়ে। এমনই সর্বময় শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন। অথচ সেই মানুষটাকেই খুন করা হয়েছিল কলকাতার রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে।

তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানাতেই বদলে দেওয়া হয়েছিল টালা সেতুর নাম। তবে সে সবই এখন ইতিহাস। শহরবাসী কবেই ভুলে গেছে রাজনীতির কুটিল পাশা খেলায় নিহত হেমন্ত বসুর নাম! আর নতুনভাবে সেতুটি নির্মাণ হওয়ায় তো পুরোপুরি মুছে গেল সব পুরানো স্মৃতি। বিস্মৃতিতে বিভোর বাঙালির কাছে এর থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে?

আনন্দবাজার পত্রিকায় ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে এ প্রসঙ্গে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে উল্লেখ রয়েছে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সেতুর নতুন নামকরণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিদ্ধার্থবাবু বলেছিলেন, 'হেমন্তবাবুকে মানুষ কোনও দিনই ভুলবেন না এবং এই সেতু তাঁর স্মৃতিতেই উৎসর্গ করা হল।' হেমন্তবাবুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি যুব সম্প্রদায়কে আহ্বানও করেছিলেন। তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ভোলা সেন বলেছিলেন, 'এই নামকরণের মাধ্যমে উত্তর কলকাতার দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছেকে মর্যাদা দেওয়া গেল।'

কিন্তু টালা সেতুর নাম হেমন্ত সেতু হল কেন? ইতিহাস বলছে, টালা সেতু থেকে কিছু দূরেই শ্যামপুকুর স্ট্রিটে ১৯৭১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বছর ছিয়াত্তরের হেমন্তবাবুর উপরে একদল আততায়ী আক্রমণ করে, ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এক সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর সহকর্মী হেমন্তবাবুকে। সে বছরও তিনি শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। ভোজালির আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে হেমন্তবাবুকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই স্মৃতিকে সম্মান জানাতেই বদলে গিয়েছিল টালা সেতুর নাম।

৩/১ নন্দরাম সেন স্ট্রিট, উত্তর কলকাতার এই ঠিকানাতেই ১৮৯৫ সালের ৫ অক্টোবর জন্মেছিলেন হেমন্ত কুমার বসু। ১৯০২ সাল, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হচ্ছে তখন। মা আনন্দসুন্দরী দেবীর ইচ্ছেয় বাবা পূর্ণচন্দ্র বসু ৭ বছরের ছোট্ট ছেলেকে ভর্তি করে দিয়ে এলেন কলকাতার আর্য স্কুলে। এই স্কুলজীবন থেকেই বিপ্লবী ভাবাদর্শে দীক্ষা হয় তাঁর।

ওনার হত্যাকাণ্ড নিয়ে আজও বাতাসে ভেসে বেড়ায় নানান কথা কাহিনী। কেউ কেউ দাবি করেন, তাঁকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করেছে কংগ্রেস। আবার অনেকের মতে সিদ্ধার্থবাবু ও সিপিএম নেতা জ্যোতি বসু তখন যৌথভাবে গোপনে হাত মিলিয়ে এই খুনের তদন্ত ধামাচাপা দিতে চেয়েছিলেন। ফলে সেই তদন্ত প্রকৃতই প্রহসনে পরিণত হয়ে ওঠে বাস্তবে। আবার কারও দাবি এই হত্যা সংগঠিত হয়েছিল নকশালের নিজস্ব মদতে। নিন্দুকেরা এও বলে থাকেন, তাঁকে ভোজালির কোপ দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। কিন্তু এই গুলি করে মারার তথ্যটি নাকি রাজ্য শাসক কংগ্রেসিরা পুরোপুরি চেপে দেয় কোনও এক অজানা কারণে।

খুন হওয়া এলাকায় আজও একাংশ প্রবীণেরা মনে করেন, আততায়ীরা কংগ্রেস নয়, নকশালই ছিল। সবথেকে অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেইদিন নকশালদের টার্গেট ছিলেন এক কংগ্রেস নেতা। যাঁর ওই এলাকায় সভা করার কথা ছিল। ঘটনাচক্রে সেই সভা সেদিন শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়। আর ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় হেমন্তবাবু নকশালদের নিশানায় এসে যান আচমকা।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, শ্রদ্ধেয় জননেতা, বীর বিপ্লবী হেমন্ত কুমার বসু হত্যার মূল অভিযুক্ত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর মুখোপাধ্যায় ওরফে পাণ্ডে। ওর বাড়ি ছিল উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে। এই হত্যা মামলা চলেছিল ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। পাণ্ডবেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে আইনজীবি ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নামজাদা ব্যারিস্টার সন্তোষ দত্ত ও অপর প্রথিতযশা ব্যারিস্টার সোমরাজ দত্ত। ওই হত্যা মামলা থেকে পাণ্ডবেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও তার সঙ্গীরা অচিরেই বেকসুর খালাস পেয়ে যায় সবাইকে হতবাক করে। যদিও জননেতা হেমন্ত কুমার বসুকে হত্যার পেছনে রয়ে গিয়েছিল তদানীন্তন সময়ের শীতল মস্তিষ্কের গভীর ষড়যন্ত্রের রাজনৈতিক হাত।

আজও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে হেমন্ত কুমার বসু এক অনুপ্রেরণার নাম। তাঁর নিষ্ঠা, সাহস ও আদর্শ স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক চরিত্রে নস্টালজিক দাগ রেখে গেছে। তাঁর নামে স্মৃতিস্তম্ভ, রাস্তা ও বিদ্যালয় আজও স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের মাঝে মধ্যে, এক সময়ের তিনি এমন এক সর্বজনবিদিত জননেতা ছিলেন, যিনি দেশ ও মানুষের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন নিঃস্বার্থভাবে। কারণ হেমন্তকুমার বসু কেবল একটি নাম ছিলেন না, এক অখণ্ড আপন ইতিহাসের অজাতশত্রু চিরনায়কও ছিলেন তিনি আমাদের অন্তরে বাহিরে।

কলকাতায় ৬৫ ও হাওড়ায় ১৮ ওয়ার্ড বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার কলকাতা ও হাওড়া পৌরসংস্থার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার ফলাফল প্রকাশ করলো। এজন্য কলকাতা ও হাওড়া পৌর নিগম সংশোধনী বিল পাস করাতে ১২ আগস্ট বিধানসভার বিশেষ বর্ষাকালীন অধিবেশন ডাকা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরোহিত্যে নবান্নে ৬ আগস্ট রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে ২০৯ এবং হাওড়া পৌরসংস্থায় ওয়ার্ড সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে ৬৮ করতে এই সংক্রান্ত সংশোধনী বিল আনা হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন সভাগৃহে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ১২ আগস্ট ১ দিনের জন্য অ্যাসেমব্লি সেশন হচ্ছে, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যামেন্ডমেন্টস্ বিল ও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যামেন্ডমেন্টস্ বিল।

এদিকে ৪ আগস্ট উত্তর কলকাতায় এক সরকারি অনুষ্ঠানের শেষে পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে একটা কাজ কলকাতা পৌরসংস্থা করেছে। কলকাতা পৌরবাসীকে সঠিক পৌর পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই ডিলিমিটেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা তার এলাকার প্রস্তাবিত ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রাথমিক একটি খসড়া রিপোর্ট আজ দপ্তরে পাঠিয়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষের একটাই লক্ষ্য হচ্ছে, প্রতিটি ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা ১৫ থেকে ১৭ হাজারের মধ্যে রাখা। যাতে পৌরবাসী সঠিক পরিষেবা পেতে কিছুটা সুবিধা হয়। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থা একাধিক সূত্রে জেনেছে, প্রতিটি ওয়ার্ডে অত কম ভোটার সংখ্যায় বাঁধতে হলে, ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২৩৮ – এর মতো। এবার এই ৩৮ কে কমিয়ে কী করে কী যায়, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা জারি ছিল। অন্তত ২১৩-র আশেপাশে রাখার জোরদার চেষ্টা চলছিল।

তবে এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে, পাশাপাশি দুটি ওয়ার্ডের সীমানা নির্ণয় করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের অনেক জায়গায় কঠিন জটিলতার মধ্যে পরতে হয়েছে। রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রে ৯টি ওয়ার্ড ছিল, সেটা বেড়ে ১০টি হচ্ছে। বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ৮টি ওয়ার্ড ছিল, সেটা বেড়ে ১২টি হচ্ছে। তবে কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র, যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র, বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র ও কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড সংখ্যা বড়ো সংখ্যায় বাড়ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা ও হাওড়া পৌরসংস্থার আগামী পৌর নির্বাচন হবে আগামী নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে।

হুগলি নদীর পূর্ব পাড়ের এই কলকাতা পৌরসংস্থার প্রতি ওয়ার্ডে ১৬ হাজার ভোটার রাখতে গিয়ে দুটি ওয়ার্ডের সীমানার পাশাপাশি বেশ কিছু প্রশাসনিক জটিল সমস্যা দেখা দেয়। ঠিক সে কারণে পূর্ব ঘোষণা মেনে নয়া ওয়ার্ডের তালিকা প্রকাশ না করে পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর ৫দিন পরে ২০৯ ওয়ার্ডের মানচিত্র প্রকাশ করলো। তবে ওয়ার্ড বৃদ্ধি পেলেও কলকাতা পৌরসংস্থার বরোর সংখ্যা আগের মতো ১৬টিই থাকছে।

শুধু বরো প্রতি ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। নবগঠিত ওয়ার্ডের এই তালিকা ধরে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ২০৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে মহিলা ও তফসিলি সংরক্ষণ চিহ্নিত করবে। শারদোৎসবের আগেই এই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে।

অন্যদিকে, হুগলি নদীর পশ্চিম পাড়ে হাওড়া পৌরসংস্থায় শেষ পৌর নির্বাচন হয়েছিল ২০১৩ সালের নভেম্বরে। দীর্ঘ ১৩ বছর পর আবার চলতি ২০২৬ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে হাওড়া পৌরসংস্থার পৌর নির্বাচন হতে চলেছে।

রাজ্যে জন্ম–মৃত্যুর পোর্টাল বন্ধ তিন মাস, দুর্ভোগ জারি

বরুণ মণ্ডল : ২০২২ সালের মার্চ মাসে রাজ্যে জন্ম–মৃত্যুর ডিজিটাল শংসাপত্র দেওয়ার জন্য পোর্টাল চালু হওয়ার পর থেকে সংশ্লিষ্ট কাজে রাজ্যের অন্যান্য পৌরসভা ও পৌরসংস্থার মতোই কলকাতা পৌরসংস্থাও একটা নোডাল এজেন্সি হিসেবে নিযুক্ত হয়। এরপর থেকে কলকাতা পৌর এলাকায় কেউ জন্ম–মৃত্যুর শংসাপত্রের আবেদন জানালে প্রয়োজনীয় নথি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে তা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরে পাঠানো হত। এরপর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের তরফে আবেদনকারীর ফোনে একটা লিঙ্ক পাঠানো হত। আর আবেদনকারী কোনও সাইবার কাফেতে গিয়ে ওই লিঙ্ক খুলে জন্ম–মৃত্যুর শংসাপত্রের একাধিক কপি প্রিন্ট আউট বের করে নিতে পারতেন। কিন্তু জন্ম–মৃত্যুর এই শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে তা তদন্তের জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সংশ্লিষ্ট পোর্টাল দীর্ঘ প্রায় ৩ মাস হল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা পৌর প্রশাসক ও মহাধ্যক্ষ স্মিতা পাণ্ডে বলেন, 'ওই পোর্টাল বন্ধ নয়, খোলাই আছে। তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এর জেরে বিপাকে পড়েছেন কলকাতাসহ রাজ্যের সকল শ্রেণির বাসিন্দারা। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী? সংশ্লিষ্ট কাছের দায়িত্বে থাকা একাধিক পৌর আধিকারিক জানান, 'এই সমস্যা সমাধানের বিকল্প কোনও রাস্তা খোলা নেই। একমাত্র উপায় হচ্ছে ওই পোর্টাল পুনরায় ব্যবহার চালুর দিকে লক্ষ্য রাখা। কবে তা ফের চালু হবে, সেই উত্তর পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের আধিকারিকেরও জানা নেই।

তবে ২ আগস্ট শিলিগুড়ি পৌরসংস্থায় 'মুখোমুখি অনুষ্ঠানে পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে এই পোর্টাল ব্যবহারের বিষয়টি কথা বলবেন।' কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের আধিকারিকরা বলেন, 'সব নথিপত্র কলকাতা পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে। ফলে এখন কোনও ভেরিফাই করা যাচ্ছে না।'

পশ্চিমবঙ্গ আবার ভারতকে পথ দেখাবে : সঞ্জীব সান্যাল

প্রিয়ম গুহ : আইআইটি খড়গপুরের প্ল্যাটিমান জয়ন্তী উৎযাপনের অংশ হিসেবে ৪ আগস্ট আইআইটি খড়গপুর রিসার্চ পার্কে 'দি আর্ট অফ ডুয়িইং ইকোনমিক রিফর্মস' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তথা গোকলে ইন্সটিটিউট অফ পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিকস-এর আচার্য সঞ্জীব সান্যাল।

শ্রী সান্যাল বলেন, সফল অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য একটি সমন্বিত ও পদ্ধতিগত দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রয়োজন। একটি দীর্ঘ মেয়াদি সংস্কার তখনই সম্ভব হয় যখন সুচিন্তিত প্রক্রিয়া ও ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে সংস্কার আসে। ভারতের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে তিনি বলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশিলতা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা প্রসঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এটি কোনও মতেই কর্মসংস্থানের জন্য হুমকি নয়। বরং মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি বড় সুযোগ। শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে এগিয়ে না নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে আজীবন শিক্ষা, শিক্ষানবিসি এবং ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিরবিচ্ছ শিক্ষার মধ্য দিয়েই জ্ঞান লাভ করা যায়।

তিনি বলেন, রূপান্তরমূলক পরিবর্তন সবসময় নাটকীয়ভাবে আসে না, তাই সুপরিকল্পিত এবং ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। পশ্চিমবঙ্গের আলোচনায় তিনি তুলে ধরেন,

বাস্তবিক সংস্কারের কথা। যা অর্থনীতি এবং অন্যান্য পরিকল্পনাকে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবে নতুন রাজনৈতিক পালাবদলের পরে। তাঁর এই ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যে ফুটে ওঠে পূর্বকালের মত আবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বলতে বাংলা আজ যা ভাবে ভারত ভাবে তারপরের দিন।

আইআইটি খড়গপুরের পরিচালক অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী বলেন, এই আলোচনার বিষয়বস্তু আইআইটি খড়গপুরের সেই লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করেছে যেখানে উদ্ভাবন, আন্তবিষয়ক সহযোগিতা এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে সক্রিয় সম্পৃক্তার মাধ্যমে একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

আইআইটি খড়গপুরে দীর্ঘ মেয়াদি সংস্কারের পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণের কথাও বিবেচনা করা হবে বলে শ্রী চক্রবর্তী বলেন। এই অনুষ্ঠান আইআইটি খড়গপুর রিসার্চ পার্কের সেই অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করছে যার লক্ষ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার, শিল্প এবং সমাজের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপের পরিবেশ গড়ে তোলা এবং বিকশিত ভারত@২০৪৭-এর জাতীয় লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখা।

ছবি : প্রীতম দাস

জলাশয় সংস্কারে কলকাতা পৌরসংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ১১২, ১১৩ ও ১১৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার কুঁদঘাট সংলগ্ন একটি বৃহদায়তন জলাশয় সংস্কারের কাজ কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তর শুরু করেছে। ৫ আগস্ট এই কাজ কেমন হচ্ছে তা, দেখতে এসেছিল কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রতিনিধিদল। প্রাক্তন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে পৌরবোর্ডের সময়ে কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর থেকে ৬০০ কোটি টাকার অনুদান কলকাতা পৌরসংস্থা পেয়েছিল। সেই টাকাতেই দক্ষিণ কলকাতার ফুসফুস রবীন্দ্র সরোবরের আদলে কুঁদঘাট এলাকার এই জলাশয়টি সংস্কারের পরিকল্পনা কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান পৌর কর্তৃপক্ষ নিয়েছে। পৌরসংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ১ বছরের এই কাজটি সম্পূর্ণ করা যাবে।

আড়ালমুক্ত ইলিয়ট পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার জওহরলাল নেহরু রোডের জীবনদীপ বাসস্টপের সন্নিকটস্থ কলকাতা ময়দানের ইলিয়ট পার্কের গ্যালফানাইস্ট টিনের আড়াল সরলো। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার এই পার্কে তাঁর সায়ংকালীন পায়চারিতে নিরাপত্তার জন্য টিনের বেড়া দিয়ে আড়াল করা ছিল। ৬ আগস্ট রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর নিজস্ব ফেসবুক পেজে রাজ্যের বন দপ্তর নিয়ন্ত্রণে থাকা ইলিয়ট পার্কের ২০১১ সালের আগের ও পরের দুটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সবুজের মনোজ্ঞ দৃশ্য আজ থেকে আবার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হল।

নারী ক্ষমতায়নে জনসাধারণ ও শিল্পমহলকে আহ্বান মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ আগস্ট মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং এমসিসিআই লেডিজ ফোরামের যৌথ উদ্যোগে 'এমপাওয়ারিং উওমেন,এনাবেলিং ইণ্ডিয়া: লিডারশিপ, সেফটি, ইন্টারপ্রিনারশিপ এণ্ড ইনক্লুসিভ গ্রোথ' শীর্ষক একটি বিশেষ অধিবেশন এমসিসিআই কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মালতী রাভা রায়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনও সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি জানান, নারী ক্ষমতায়নকে আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলাদের সংরক্ষণ কার্যকর হওয়ার পাশাপাশি লোকসভা ও বিধানসভায়ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগী।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'নারী শক্তি'কে আরও সুসংহত করতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী (সেল্ফ-হেল্প গ্রুপ বা এলএইচজি)-এর সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে, কারণ গ্রামাঞ্চল থেকেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভিত্তি গড়ে ওঠে। পাশাপাশি, সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে পুরুষদের জন্যও স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের প্রস্তাব দেন তিনি।

মন্ত্রী বিশেষজ্ঞ, শিল্পমহল এবং সাধারণ মানুষের কাছে নতুন ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং কার্যকর প্রকল্পের প্রস্তাব আহ্বান করেন। তিনি জানান, বর্তমান প্রশাসন উন্মুক্ত আলোচনাকে স্বাগত জানায় এবং মূল্যবান পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এমসিসিআই লেডিজ ফোরামের সহ-সভানেত্রী শ্রুতি ঝাঝারিয়া নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য নিরাপত্তা

জোরদার, আর্থিক পরিষেবায় সহজ প্রবেশাধিকার, নেতৃত্বের সুযোগ বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তা তৈরির পরিবেশ গড়ে তোলা এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি জানান, বর্তমানে ভারতের এসটিইএম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) বিষয়ে স্নাতকদের মধ্যে প্রায় ৪৩ শতাংশই নারী, যা বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ হার। এছাড়া জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (এনআরএলএম)-এর আওতায় ১০ কোটিরও বেশি নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। দেশের প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) নারী পরিচালিত, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

অনুষ্ঠানের শেষে এমসিসিআই লেডিজ ফোরামের সদস্য এবং (জেআইএস গ্রুপ)-এর ডিরেক্টর জসপ্রীত কৌর ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। তিনি শিল্পমহল, সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন অংশীজনকে মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এখানে ওখানে

ঘুটিয়ারীশরীফে ঐতিহাসিক গাজী সাহেবের মেলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বাদশাহ চন্দন সাহার ছেলে মধ্যযুগের পীর হজরত গাজী সৈয়দ মুবারক আলি শাহ(গাজীবাবা)ছিলেন দিল্লী নিবাসী। বেলে গ্রামের আদমপুরের জঙ্গলে তাঁর জন্ম। খুব ছোট্টবেলা থেকে তিনি ছিলেন সংসার বিমুখ। তাঁর দুটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। দুঃখী গাজী ও মেহের গাজী। আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় মুবারক সংসার ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে ঘুটিয়ারী শরীফের কাছে বিদ্যধরী নদীর তীরে নারায়ণপুর গ্রামে আশ্রয় নেন। 'তারাহেদে' নামে একটি দিঘীর পাড়ে আস্তানা গাড়েন।

জানা যায়, তৎকালীন জমিদার রামচন্দ্র চাটুর্জ্যে তাঁকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। পরে ধোয়াঘাটা গিয়ে হেলা খাঁ নামে অপর এক জমিদারের কাছে আশ্রয় নেন। এরই কাছাকাছি কুড়ালীর সাপুর গ্রামে একটি মরা শেওড়া গাছের

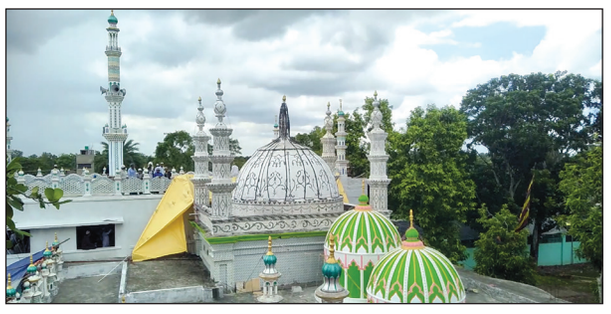

তলায় নিয়মিত বসতেন তিনি। বেশ কয়েকদিন পর আশ্চর্য্যজনকভাবে ওই মরা শেওড়া জীবিত হয়ে গাছের পাতা, ফল, ফুল ফোটায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে শ্রদ্ধা করতে থাকেন।

সেই সময় রাজা মদন রায় এক গুরুতর সমস্যায় পড়েন এবং জেল খাটতে হবে নিশ্চিত জেনে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। সে যাত্রায় ত্রাতার ভূমিকা পালন করে মুবারক তাঁকে বাঁচিয়ে ছিলেন। রাজা মদন রায় খুশি হয়ে তাঁকে ঘুটিয়ারী শরীফে ৪৫২ একর জমি পাট্টা দিয়েছিলেন। মুবারকের বড় ছেলে দুঃখী তাঁর খোঁজ করতে করতে ধোয়াঘাটায় গাজী বাবার সন্ধান পায়। বাবাকে কাছে পেয়ে ছেলে আনন্দিত হয়ে বাবার সাথে থাকতে শুরু করেন। ১৭০৭ সালে মহামারি মন্বন্তর হয়। সেই সময় অনাবৃষ্টির কারণে চাষ-আবাদ পুরো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুঃখী গ্রামবাসীরা মুবারককে বলেন, 'বাবাজী এখনও বৃষ্টি হল না ছেলেপুলেরা কি খাবে?' তিনি ব্যথিত হয়ে ৭ ই আষাঢ় ঘুটিয়ারী শরীফে আড়াই কুপ(আড়াই কোদাল) একটি পুকুর খনন করেন এবং মক্কা শরীফের আল্লার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে একটি ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে ধ্যানে বসেন। সেই সময় ভক্তদের তিনি বলেছিলেন 'যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁর ঘরের দরজা যেন কেউ না খোলেন।'

সেই সময় একদল পাঠান তাঁর হাজত নিয়ে ধ্যানমগ্ন ঘরের বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন পাহারায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মুবারকের কোনরুপ সাড়া না মেলায় অধৈর্য্য হয়ে তারা ঘরের দরজা ভেঙে ফেলেন। দেখা যায় ধ্যানমগ্ন অবস্থা মুবারক মারা গেছেন। সেই দিনটি ছিল ঐতিহাসিক ১৭ ই শ্রাবণ। তারপর ওই দিনই আকাশ ভেঙে প্রচুর বৃষ্টি নামে। সেই থেকে গাজীবাবার মৃত্যু দিনটি কে বহুকাল ধরে 'গাজী সাহেবের মেলা' নামেই পালিত হয়ে আসছে। ৪৫২ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে 'গাজী বাবার মাজার'। ১৭ ই শ্রাবণ দিনটিতে ভক্তরা তাঁর আত্মার শান্তির জন্য আয়োজন করেন শ্রাদ্ধের। মেলায় দেশ-বিদেশ সহ ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৭ ই শ্রাবণ দিনটিতে লক্ষাধিক ভক্তদের সমাগম হয়। এছাড়াও সাধারণ লোকজন মনঃস্কামনা পূরণের জন্য পবিত্র ভাবে বাবার নিজ হাতে আড়াইকোপ কোদালে কাটা মাজার সংলগ্ন পুকুরে 'মক্কা পুকুর'-এ সিরনি ভাসিয়ে দেন কিংবা লাল সুতো নিয়ে নিমগাছে বা মাজারে ঢিল বাঁধেন।

বহুকাল ধরে আজও সেই রীতি নিয়ম মেনেই চলে আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঘুটিয়ারী শরীফে ঐতিহাসিক 'গাজী সাহেবের মেলা'। অন্যদিকে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছর মেলায় ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসমাগম হয়।

বার্তা

গীতা পাঠ : ২৩ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বাটানগর ফুটবল মাঠে সনাতন সংস্কৃতি সংসদ পরিচালনায় ও মহেশতলা হ্যান্ডিক্যাপ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং সার্বিক সহযোগিতায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বাটানগর মহেশতলা প্রখণ্ড-এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১০ হাজার কণ্ঠের গীতা পাঠ। গীতা পাঠের মাধ্যমে দেশের ও দশের উন্নতির লক্ষ্যই মূল উদ্দেশ্য জানালেন এই অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ(কার্তিক মহারাজ) ও কার্যকরী সম্পাদক স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ। এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মধ্যে বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, স্বামী সর্বানন্দ, বন্ধু গৌরব মহারাজ এবং জগদ্ধাত্রীয়া দাস প্রভু সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট গুণীজন। ছবি : অরুণ লোধ

নিরাপত্তা : ৬ আগস্ট বারুইপুর জেলা পুলিশের সোনারপুর ট্রাফিক বিভাগ এবং নাগরিক সেবা সঙ্গের যৌথ উদ্যোগে একটি বিশেষ পথ নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির বিশেষ আকর্ষণ ছিল হেলমেটহীন মোটরসাইকেল চালকদের গোলাপ ফুল ও চকলেট দিয়ে সম্মান জানানোর পাশাপাশি সচেতন করা হয়। ছবি : নিজস্ব

সচেতনতা : ক্যানিং মাতলা ব্রীজ সংলগ্ন রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে বাইক চালকদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে সচেতনতার বার্তা হয়। পথ নিরাপত্তা সচেতনতা সম্পর্কে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক মোস্তাকিনুর রহমান জানিয়েছেন, মোটরসাইকেল চালকদেরকে আমরা সচেতন করার চেষ্টা করেছি। ট্রাফিক আইন মেনে চলার সুষ্ঠুভাবে গাড়ি চালানোর এবং পথ চলতি সকল মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সাহায্য করা এবং নিজের সুরক্ষিত থাকার, অন্যকেও সুরক্ষিত রাখার আহ্বান জানিয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে।' ছবি : নিজস্ব

রক্তদান : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে সুন্দরবন পুলিশ জেলার কুলপি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও পথ নিরাপত্তা সচেতনতামূলক কর্মসূচি। অনুষ্ঠানের মূল বার্তা ছিল– এক ফোঁটা রক্ত বাঁচাতে পারে একটি প্রাণ"। একই সঙ্গে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ৭৫টি হেলমেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয় সেই সব পথবন্ধু-দের, যাঁরা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত মানুষদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ছবি : উত্তম কর্মকার

ফিরে পাওয়া : ৬ আগস্ট পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার উদ্যোগে জনসচেতনতা ও সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার এসডিপিও কাশীনাথ মিস্ত্রি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগণ। এই শিবিরে সাইবার প্রতারণার শিকার এমন কয়েকজন ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। যাঁরা সাইবার জালিয়াতির কারণে তাঁদের খোয়া যাওয়া বিপুল অঙ্কের টাকা পুলিশের সহায়তায় ফিরে পেয়েছেন। কাটোয়ার নওদাপাড়া আপার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক শুভাশিস রায়ও তাঁর বিপুল অঙ্কের টাকা ফিরে পান। উপকৃত সকলেই এদিন পুলিশি সহায়তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ছবি : নিজস্ব

বনাঞ্চল উৎসব ২০২৬

সজল দাশগুপ্ত : পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের বার্তা নিয়ে শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির উদ্যোগে শুরু হল 'বনাঞ্চল উৎসব ২০২৬'। ৪ আগস্ট শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে পরিবেশ রক্ষার কাজে আরও বেশি করে যুক্ত করার লক্ষ্যেই এই বিশেষ

উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উৎসব উপলক্ষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৫–১৫ আগস্ট পর্যন্ত শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৫০০০টি গাছের চারা বিতরণ করা হবে। ফলজ, ঔষধি, বনজ ও ছায়াদায়ী বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। যাতে প্রত্যেক পরিবার অন্তত একটি করে গাছ রোপণ করে সবুজ ভবিষ্যৎ গড়ার অঙ্গীকার করে।

অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল– গাছ বাঁচান, জীবন বাঁচান, সবুজে এবং পরিবেশপ্রেমী, সমাজকর্মী ও বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই একযোগে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার শপথ নেন এবং আগামীদিনেও এই ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিকে আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান।

একটিমাত্র গাছও হতে পারে আগামী দিনের বিশুদ্ধ বাতাস, নির্মল পরিবেশ এবং নিরাপদ জীবনের ভিত্তি। তাই আসুন, সবাই মিলে একটি করে গাছ লাগাই, যত্ন করি এবং সবুজ শিলিগুড়ি গড়ে তুলি।

ভারত–থাইল্যান্ডের অটুট বন্ধুত্বের এক অনন্য উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ বছরের আগস্টে 'সিটি অব জয়' কলকাতায় এসে পৌঁছাচ্ছে থাইল্যান্ডের প্রাণবন্ত সংস্কৃতির রঙিন আবহ। রয়্যাল থাই কনস্যুলেট–জেনারেল, কলকাতা, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট (আইআইএইচএম), কলকাতা, ট্যুরিজম অথরিটি অব থাইল্যান্ড এবং সিপিএফ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে 'অ্যামেজিং থাইল্যান্ড ইন কলকাতা ২০২৬: ফ্লেভার্স, ফিল্মস, ফোকলোরস অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপস'—এক অনন্য আয়োজন, যেখানে ভারতীয় দর্শক ও অতিথিরা থাইল্যান্ডের বিখ্যাত রন্ধনশৈলী, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র এবং আন্তরিক আতিথেয়তার স্বাদ উপভোগ করে।

এই উৎসবের সূচনা হল ৬ আগস্ট আইআইএইচএম গ্লোবাল ক্যাম্পাস, কলকাতায় এক্সক্লুসিভ থাই ফুড ফেস্টিভ্যাল ২০২৬–এর মাধ্যমে। কূটনৈতিক মহল, সরকারি প্রশাসন, শিল্প–বাণিজ্য, শিক্ষা, সংবাদমাধ্যম ও পর্যটন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ সন্ধ্যায় থাইল্যান্ডের সমৃদ্ধ খাদ্য ঐতিহ্য ও বর্ণময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়।

শেষে দরজা খুললো ১৯ বছর পর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার চোখে সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কলকাতার সেই বইপাড়া, ময়দানের মাঠ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, বইমেলা সবই এখন বাস্তব। স্বপ্ন নয়, শুধুমাত্র কালির আঁচড়ে কবিতার খাতায় নয়, ১৯ টা বছর পেড়িয়ে এখন সবটাই বাস্তব। আবার সেই রবীন্দ্র সদনের মঞ্চ আর কবিতা পাঠ চোখের সামনে অগণিত গুণমুগ্ধরা। 'ফেরা'– গানে কবিতায় সাহায্য করেছেন সেকুল্যার ফ্রন্টের ওসমান

গনি মল্লিক সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল শান্তনু সিংহের এইচআরবিএফএফ ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য সংস্থা। কানায় কানায় পরিপূর্ণ রবীন্দ্র সদনে ১৯ বছর আগের স্মৃতি রোমন্থনে তসলিমা নাসরিন প্রচণ্ড আক্ষেপ নিয়ে বললেন, এত বছর লেগে গেল কলকাতা বন্ধ দরজার তালা খুলতে? মঞ্চে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যখন খুশি আসবার জন্য, নিরাপত্তা দেবে সরকার। এমনই এক আনন্দ সন্ধ্যায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় কথায়–কবিতায় স্বাগত জানালেন লেখিকাকে। স্বরচিত কবিতা পাঠে স্বাগত জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

এই কলকাতাই চেয়েছিলেন তসলিমা নাসরিন। তাঁর আবেগঘন কলকাতার সফর কাটলো কলকাতার রাস্তায় কফি হাউসের আড্ডায় এবং অসংখ্য সংবর্ধনা গ্রহণের মাধ্যমে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন আবার কলকাতা বইমেলায় তিনি আসবেন। নতুন বইয়ের গন্ধ, ধুলো মাখা পথে দিয়ে হেঁটে বইয়ের পসরা নিয়ে গল্প করবেন পাঠকদের সাথে। পাকাপাকিভাবে কবে কলকাতায় আসবেন সেই প্রশ্নে তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই কলকাতার একটি ঠিকানা তিনি উপহার দেবেন।

টালিগঞ্জ নিবাসী কৌশিক মল্লিক তৈরি করেছিলেন থ্রিডি প্রিন্টের মাধ্যমে লেখিকার এক ছোট মূর্তি। সেই মূর্তি উদ্যোক্তারা উপহার দেন লেখিকাকে।

এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সংস্থার মোহিত রায়, গৌতম বসু, সৌগত বোস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় হিউম্যান রাইট বিয়ন্ড ফোর্সের সকল সদস্যদের কে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তা তিনি বারবার মনে করেছেন ঘনিষ্ট মহলের কাছে। রাজপথে বিশাল বিশাল হোডিং স্বাগত জানিয়েছিল লেখিকাকে। বাঙালি এবং কলকাতা

বাসি এই বৃহত্তর সম্ভাষণ এক সাহিত্যিককে দিয়েছিল তার কারণ একটাই তাঁর আপসহীন প্রতিবাদ। যে প্রতিবাদ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের হয়ে করেছিলেন তা এপার বাংলার মানুষ ভোলেননি। এই তার প্রমান।

সেদিন যখন লাল পেরির সাথে শাড়ি পড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরে নামলেন কলকাতায় পা রাখলেন হলুদ ধনী এবং সাদর অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ হলো বিমানবন্দর থেকে কলকাতা ছাড়লেন যেদিন সেদিন। আবেগঘন বার্তায় তিনি বললেন আবার ফিরব কলকাতা।

প্রয়াত গোবিন্দ শান্তি স্মৃতি সম্মাননা পেলেন বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ জুলাই স্বরূপনগর বালকী হাইস্কুলে 'আলোর অন্বেষণে' পত্রিকার উদ্যোগে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও গোবিন্দপুর গ্রামের অনন্য ব্যক্তিত্ব কবি–সাহিত্যিক–প্রাবন্ধিক–সংগীত শিল্পী–সমাজসেবী ও সংগঠক প্রয়াত গোবিন্দ শান্তির স্মরণে

মনোজ্ঞ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক ডা. সিরাজুল ইসলাম ঢালি। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি–সাহিত্যিক–গীতিকার ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। কবি অরূপ পান্তি, আমির আলি সাহেব প্রমুখ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী তুহিনা হক। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রয়াত গোবিন্দ পান্তি মরণোত্তর স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় কবির বৌমা ও নাতির হাতে মোমেন্টো ও মানপত্র দিয়ে। এছাড়া সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়কে স্বর্গীয় গোবিন্দ স্মৃতি সম্মাননা দেওয়া হয় মেমেন্টো ও মানপত্রের মাধ্যমে। প্রয়াত গোবিন্দ পান্তির প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'অনুরাগ' পত্রিকার বর্তমান সভাপতি কার্তিকচন্দ্র বিশ্বাস। সম্পাদক জয়ন্ত মণ্ডল ও কোষাধ্যক্ষ দেবদাস মণ্ডল, কবি অরূপ পান্তি ও সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ঢালি–র হাতে গোবিন্দ স্মৃতি সম্মাননা হিসেবে স্মারক ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয় এবং প্রত্যেককে উত্তরীয় ও ব্যাজ পরিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জনের উপস্থিতি বক্তব্য, কবিতা পাঠ ও সংগীতে মুগ্ধ করে। সাবির আলির আবৃত্তি ও অপূর্ব মণ্ডলের আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। সঞ্চালনে 'আলোর অন্বেষণে'–র সম্পাদন প্রশংসনীয়।

আসছে বাংলা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'প্রায়শ্চিত্ত'

নিজস্ব প্রতিনিধি : পারিবারিক সম্পর্ক, মানবিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার গল্প নিয়ে নির্মিত বাংলা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'প্রায়শ্চিত্ত' এবার চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে পা রাখতে চলেছে। করুণা, কৃতজ্ঞতা, আত্মসমালোচনা ও মানবিকতার মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত এই ছবিটি ইতিমধ্যেই আসন্ন 'জামশেদপুর শর্টস' ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জমা দেওয়া হয়েছে। উৎসব পর্ব শেষ হলে ছবিটি সাধারণ দর্শকদের জন্য ইউটিউবে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

ছবিটির পরিচালনা করেছেন মধ্যমগ্রামের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা সুপ্রিয় মুখার্জী। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত তিনি। সামাজিক বাস্তবতা ও মানবিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গল্প বলাই তাঁর চলচ্চিত্র

নির্মাণের মূল লক্ষ্য।

ছবি প্রসঙ্গে সুপ্রিয় মুখার্জী বলেন, 'একজন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে আমার চেষ্টা সবসময় বাস্তব জীবনের গল্প, মানুষের সম্পর্ক এবং সামাজিক বাস্তবতাকে পর্দায় তুলে ধরা। আমাদের বাজেট বা কোনো বিনিয়োগকারী ছিল না, কিন্তু পুরো টিমের আন্তরিক সহযোগিতা ও নিষ্ঠাতেই এই ছবি তৈরি হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, 'প্রায়শ্চিত্ত' দর্শকদের ভাবতে বাধ্য করবে এবং মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব নতুন করে উপলব্ধি করাবে।'

ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জামশেদপুরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও শ্রুতি–নাট্যকার শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী। তার একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং সাহিত্য ও গল্প রচনায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। শ্রুতি নাটকের জগতেও তিনি সুপরিচিত। শুটিং শুরুর আগে শিল্পীদের জন্য অভিনয় কর্মশালার আয়োজনও করেন তিনিই।

সুপ্রিয় মুখার্জী ও শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী ভিন্ন পেশার মানুষ হলেও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি তাদের সমান আগ্রহ থেকেই এই যৌথ উদ্যোগের সূচনা। বিহার বেঙ্গলি সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক সুনির্মল দাসের অনুপ্রেরণায় তাঁরা একসঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণের পথচলা শুরু করেন।

ছবিটির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন নীল রায়। প্রধান চরিত্রে ছেলে ও মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিশ্বরূপ নাগ ও লোপামুদ্রা সিংহ দেব। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী, সঞ্জীব পাত্র, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা বসু এবং শ্যামলী চক্রবর্তী। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদীপা সরকার, রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয় মুখার্জী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশু শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন রানি মণ্ডল, হৃষাণ সেনগুপ্ত ও সম্রাট মৈত্র।

ছবির অধিকাংশ শিল্পীই জামশেদপুরের বাসিন্দা। শুটিং হয়েছে জামশেদপুর ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে। ছবির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কলকাতায়।

'প্রায়শ্চিত্ত'–এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে আমেরিকাপ্রবাসী এনআরআই অনুপমকে ঘিরে। তিনি তার বিধবা মাকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকায় ফিরে যেতে ভারতে আসেন। কিন্তু তার মা সমাজ ও আশপাশের মানুষের প্রতি নিজের দায়িত্ব ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন। এরপর একাধিক ঘটনার মধ্য দিয়ে অনুপম উপলব্ধি করতে শেখে যে জীবনের প্রকৃত সমৃদ্ধি ভৌতিক আরাম–আয়েশে নয়, বরং ভালোবাসা, মানবিকতা, সেবা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই নিহিত। 'প্রায়শ্চিত্ত' সেই আত্মউপলব্ধি, অনুতাপ এবং মানবিক মূল্যবোধের এক হৃদয়স্পর্শী কাহিনি।

সীমিত আর্থিক সামর্থ্য ও বিনিয়োগকারীর অনুপস্থিতিতেও এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি প্রমাণ করে যে শক্তিশালী গল্প, নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী–কলাকুশলী এবং সৃজনশীল ভাবনা থাকলে স্বাধীন চলচ্চিত্রও দর্শকের মনে গভীর ছাপ ফেলতে সক্ষম।

যাত্রা শুরু সংঘের ৬৯তম দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বজায় রেখে যাত্রা শুরু সংঘ প্রতি বছরই নতুন নতুন ভাবনা ও সৃজনশীল থিমের মাধ্যমে দুর্গোৎসবের আয়োজন করে। এবছরও দর্শনার্থীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় ও ব্যতিক্রমী থিমের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই মহোৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল উল্টোরথের দিন শুভ খুঁটি পুজোর মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্য–সদস্যা, শুভানুধ্যায়ী, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অসংখ্য স্থানীয় বাসিন্দা উপস্থিত থেকে আগামী দুর্গোৎসবের সাফল্য কামনা করেন। ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হওয়া এই খুঁটি পুজো উৎসবের আবহকে আরও আনন্দমুখর করে তোলে। যাত্রা শুরু সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকলের সহযোগিতা ও আশীর্বাদে এবারের ৬৯ তম দুর্গোৎসবও ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার এক অনন্য নিদর্শন হয়ে উঠবে।

ঐকতানের উদ্যোগে নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাটকের মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও প্রকাশভঙ্গি বিকাশের লক্ষ্যে ছাতনার আড়রা দোতলা মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল একদিনের বিশেষ নাট্য কর্মশালা। 'গ্রাসরুটস ইম্প্যাক্ট গ্রুপ'–এর উদ্যোগ ও আমন্ত্রণে আয়োজিত এই কর্মশালার দায়িত্বে ছিল সুপরিচিত নাট্যদল শুশুনিয়া ঐকতান। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান প্রশিক্ষক ও নির্দেশক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শুশুনিয়া ঐকতানের কর্ণধার এবং নাট্য পরিচালক কৌশিক মণ্ডল।

সংস্থার প্রায় ৩০ জন শিশু–কিশোর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। মঞ্চে দাঁড়ানোর কৌশল, স্পষ্ট উচ্চারণ, শরীরী ভাষার ব্যবহার, সংলাপ পরিবেশন এবং দলগত অভিনয়ের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সহজ ও আনন্দঘন পরিবেশে শিশুদের শেখানো হয়। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে শারীরিক অনুশীলন, বিভিন্ন ধরনের থিয়েটার গেমস এবং ওয়ার্ম–আপ মিউজিক থেরাপি–এর মাধ্যমে শিশুদের অভিনয়ের মৌলিক ধারণা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রচলিত পাঠদানের গণ্ডির বাইরে গিয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়ায় কর্মশালাটি শিশুদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। দিনভর শেখা বিষয়গুলির প্রয়োগ ঘটিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি পর্বে অংশগ্রহণকারী শিশুরা একটি সংক্ষিপ্ত নাট্যদৃশ্য মঞ্চস্থ করে। তাদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ায়। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীরা জানায়, এই অভিজ্ঞতা তাদের অভিনয়ের প্রতি নতুন আগ্রহ তৈরি করেছে। ভবিষ্যতে আরও দীর্ঘমেয়াদি নাট্য প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করে তারা। অনেকেই অভিনয়কে ভবিষ্যতের পেশা বা স্বপ্ন হিসেবে গড়ে তোলার কথা জানায়। অনুষ্ঠানের সূচনায় গ্রাসরুটস ইম্প্যাক্ট গ্রুপের পক্ষ থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা তুলে ধরে নাট্য পরিচালক কৌশিক মণ্ডল এবং শুশুনিয়া ঐকতানের সদস্যদের হাতে গাছের চারা তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে সংস্থার প্রতিনিধি প্রবীর নায়ক ও কৌশিক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "শিশুদের জন্য এমন একটি কার্যকর নাট্য কর্মশালার আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। শুশুনিয়া ঐকতানের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ শিশুদের শেখার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।" আয়োজকদের আশা, শিশুদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও সৃজনশীল চর্চাকে এগিয়ে নিতে গ্রাসরুটস ইম্প্যাক্ট গ্রুপ ও শুশুনিয়া ঐকতানের যৌথ উদ্যোগ আগামী দিনেও ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে।

রবীন্দ্র–নজরুল জয়ন্তী পালন ও মুমূর্ষু রোগীদের নবজীবন দানে মানবিক পরিষেবা

অভিজিৎ হাজরা : গ্রামীণ হাওড়া জেলার বাগনান ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান বাঙালপুর। এই বাঙালপুর গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিষ্ঠিত বাঙালপুর বয়েজ ক্লাব এর উদ্যোগে রবীন্দ্র–নজরুল জয়ন্তী পালন এর পাশাপাশি মুমূর্ষু রোগীদের জীবনদানে মানবিক পরিষেবা অনুষ্ঠিত হল। ১৯৩৩ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতি ঘোষ এই এলাকার যুবসমাজকে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক মানসিকতা, সমাজসেবা, দেশসেবার জন্য গড়ে তুলেছিলেন বাঙালপুর বয়েজ ক্লাব। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতি ঘোষ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পাথেয় করে বাঙালপুর বয়েজ ক্লাব সুস্থ সংস্কৃতির পুর্নজাগরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মনীষীদের জন্মদিন – মৃত্যুদিন পালন ও তাদের মূল্যায়ন, সমাজসেবামূলক নানান কর্মসূচি নিরবিচ্ছিন্নভাবে পালন করে চলেছেন।

সংগঠনের অন্যতম সদস্য সমাজসেবী গান্ধীবাদী গোপাল ঘোষ, সংগঠনের অন্যতম সদস্য তপন ঘোষ বলেন, বাঙালপুর বয়েজ ক্লাব আজন্ম গৌরব মাহাত্ম্যে অন্যান্য ক্লাবগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ক্লাব তৈরি হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের একটি ক্লাবের নাম বয়েজ ক্লাব দেখে এবং তাদের কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে এই ক্লাবের নামকরণ করেছিলেন বাঙালপুর বয়েজ ক্লাব। এই ক্লাব সাহিত্য–সংস্কৃতি, সমাজসেবা, খেলাধুলার ক্ষেত্রে বাগনান থানার মধ্যে বলা যায় শীর্ষে। রবীন্দ্র–নজরুল পালনের পাশাপাশি ছিল মুমূর্ষু রোগীদের নবজীবন দানে মানবিক পরিষেবা রক্তদান শিবির কর্মসূচি।

২৯ বছর ধরে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে রক্তদান শিবির কর্মসূচির আয়োজন করে চলেছেন বাঙালপুর বয়েজ ক্লাব। বাঙালপুর বয়েজ ক্লাব এলাকার পাশাপাশি

পাশ্ববর্তী এলাকার রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তাদের পথ দেখালেন বিনা উপঢৌকনে রক্তদান শিবির কর্মসূচি পালন করে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভঃ মেডিক্যাল কলেজ হাসপতাল উলুবেড়িয়া ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও সহকর্মীদের সহযোগিতায় উপঢৌকন বিহীন রক্তদান শিবিরে প্রকৃত স্বেচ্ছায় ১৫ জন মহিলা সহ ৪০ জন রক্তদান সৈনিক রক্তদান করে রাজ্যের সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তের কিছুটা চাহিদা পূরণ করলেন। এই শিবিরে অনেক মহিলা, ডাক্তারি পরীক্ষায় রক্তদান শিবিরে রক্তদান করার উপযুক্ত নন শুনে বিমর্ষ হয়ে ফিরে যান।

বাঙালপুর বয়েজ ক্লাব এর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তপন ঘোষ, সমাজসেবী গোপাল ঘোষ বলেন, দিন দিন রক্তদাতাদের সংখ্যা সর্বত্রই কমছে। অনেকের রক্তদান করার সদিচ্ছা থাকলেও রক্ত দান করতে পারছে না। বর্তমানে অনেকেই নানান অসুস্থতার জন্য ঔষধ সেবন করছেন। যে ঔষধগুলো সেবনে রক্তদান করা যায় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে রক্ত নিয়ে বেসরকারী ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির কালোবাজারি রুখতে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের মজুত রাখার জন্য রক্তদান শিবির করার উদ্যোক্তাদের সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে রক্তদান শিবির কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানান। উপঢৌকন বিহীন রক্তদান শিবিরে রক্ত সৈনিকদের উৎসাহিত করার জন্য উপস্থিত ছিলেন বাগনান থানার আইসি শুভ্র সান্যাল। উপস্থিত ছিলেন গোপাল ঘোষ, তপন ঘোষ, মানিকলাল ঘোষ, ক্লাবের সম্পাদক বিপ্লব ঘোষ, দীপঙ্কর ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

রবীন্দ্র – নজরুল জয়ন্তী পালনে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে এলাকার শিশু–কিশোর, যুব–যুবতীরা আলোচনা, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশন করেন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকলের প্রশংসিত হয়।

মুক–বধির যুবককে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিলেন কর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কখন বিষধর সাপ, কখনও বা কচ্ছপ উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিচ্ছেন। পাশাপাশি অসহায় মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ক্যানিংয়ে ২ নম্বর দিঘীরপাড় এলাকার যুবক কর্ণ নস্কর। প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া তাঁর নেশা। হারিয়ে যাওয়া এক মুকবধির যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ প্রশাসনের সৌজন্যে তার পরিবারের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছেন এই যুবক।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত বামনপুকুর এলাকর দম্পতি গোবিন্দ ও রেণু সরদার। দম্পতির দুই মেয়ে ও এক ছেলে। এক ছেলে বিষ্ণু সরদার জন্ম থেকেই মুক–বধির। বর্তমানে বিষ্ণুর বয়স ২১। দরিদ্র সরদার দম্পতি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে দিনযাপন করেন। পরিবারের একমাত্র সন্তান বিষ্ণু গত তিনদিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। অসহায় সরদার দম্পতি বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে এখানে ওখানে ঘরতে ঘুরতে

ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা এলাকায় পৌঁছে যায় বিষ্ণু। উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকে। ২ আগষ্ট সকালে মুকবধির ওই যুবককে স্থানীয় একটি রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন কর্ণ নস্কর। তাকে স্বস্নেহে তুলে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছান। ওই যুবকের মুখ হাত পা ধুয়ে দিয়ে তাকে খেতে দেন। নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতেই ইশারা করতে থাকে। কর্ণ তখনই বুঝতে পারে বিষ্ণু মুকবধির। এরপর কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। ক্যানিং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারীক তুষার বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করেন। পাশাপাশি মুকবধির যুবকের ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় দিয়ে খোঁজ শুরু করেন।

ইতিমধ্য ঘণ্টাতিনেক পর মিনাখাঁ থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের নজরে পড়ে ছবি। শুরু হয় যোগাযোগ। রবিবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ মুকবধির যুবকের প্রতিবেশী খালেক ঘরামী ও তার এক বন্ধু ক্যানিং থানায় হাজীর হয়। ক্যানিং থানার পুলিশ আধিকারীকের সামনে মুকবধির যুবককে তার প্রতিবেশীর হাতে তুলেদেন কর্ণ নস্কর।

আতশ কাচে

আট গোলের দাপট

ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গলের পর এ বার আট গোলের দাপট দেখাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টও। যুবভারতীতে সাউথ ইউনাইটেড এফসিকে ৮–০ গোলে উড়িয়ে শেষ আট নিশ্চিত করল সবুজ–মেরুন। দুরন্ত হ্যাটট্রিক করেন মনবীর সিংহ, জোড়া গোল সুহেল বাটের। এছাড়া গোল করেন আলবার্তো রদ্রিগেস ও রাহুল ভেকে। একটি আত্মঘাতী গোলও পায় মোহনবাগান। এর আগে সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্সকে একই ব্যবধানে হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল।

একসঙ্গে ২ বোন

চার বছর পর আবারও একই কোর্টে ফিরছেন টেনিস বিশ্বের কিংবদন্তি দুই বোন সেরেনা ও ভেনাস উইলিয়ামস। ২০২৬ সালের সিনসিনাটি ওপেনের মহিলাদের ডাবলসে 'ওয়াইল্ডকার্ড' এন্ট্রি পেয়েছেন তাঁরা। ২০২২ সালের ইউএস ওপেনের পর এই প্রথম কোনও প্রতিযোগিতায় একসঙ্গে খেলবেন উইলিয়ামস ভগিনীদ্বয়। আগামী ১১ থেকে ২৩ আগস্ট ওহাইওতে অনুষ্ঠিত হবে এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট। তাঁদের প্রত্যাবর্তন ঘিরে ইতিমধ্যেই টেনিস মহলে বাড়ছে উন্মাদনা।

পদকের লক্ষ্যে ভারত

আগামী ১৭ থেকে ২৩ আগস্ট নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিএডব্লিউএফ বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ। ঘরের মাঠে পাঁচটি বিভাগেই দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে নামছে ভারত। মহিলাদের সিঙ্গলসে নবম বাছাই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন পি ভি সিন্ধু, পুরুষদের ডাবলসে পঞ্চম বাছাই সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি–চিরাগ শেট্টি জুটি, পুরুষদের সিঙ্গলসে চতুর্দশ বাছাই লক্ষ্য সেন এবং মিক্সড ডাবলসে পঞ্চদশ বাছাই ধ্রুব কাপিলা–তানিশা ক্রাস্টো জুটির দিকে নজর থাকবে। ঘরের দর্শকদের সামনে পদক জয়ের আশা বাড়িয়েই নামছে ভারত।

পদকজয়ীদের সংবর্ধনা

কমনওয়েলথ গেমসে বক্সিং, জুডো ও প্যারা–অ্যাথলেটিক্সে সাফল্য অর্জনকারী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের বুধবার নয়াদিল্লিতে সংবর্ধনা জানালেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী ড. মনসুখ মান্ডভিয়া। অনুষ্ঠানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জজয়ীদের যথাক্রমে ৩০ লক্ষ, ২০ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। ক্রীড়াবিদদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি ৩৬ হাজার কোটি টাকার 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উদ্যোগ দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নাম প্রত্যাহার

ব্রিটেনের টেনিস খেলোয়াড় এমা রাদুকানু চোটের কারণে আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এর আগে, উইম্বলডনেও খেলতে পারেননি তিনি। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতা আগামী ২৩ আগস্ট শুরু হচ্ছে। চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ইস্টবেঙ্গল দিবস

কলকাতার নজরুল মঞ্চে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যাল , সঙ্গীত পরিচালক প্রীতম চক্রবর্তীকে ভারত গৌরব সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক বলাই মুখার্জি ও তরুণ দে কে জীবন কৃতি সম্মান প্রদান করা হয়। পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় , বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলিকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের অর্থ মন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত শিল্প মন্ত্রী তাপস রায়, ক্রীড়া মন্ত্রী ডাক্তার ইন্দ্রনীল খাঁ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলাররা উপস্থিত ছিলেন। এবার আনোয়ার আলি ও সাথী দেবনাথ সেরা ফুটবলার, বিনো জর্জ বর্ষসেরা কোচ ও ঋতম পোড়েল বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন।

বাংলার 'উপেক্ষিত' অঙ্কুরের সোনালি জবাব

কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রমাণ করলেন নিজের যোগ্যতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উপেক্ষা, বঞ্চনা আর প্রত্যাখ্যান–সব কিছুর জবাব দিলেন টেবিল টেনিস বোর্ডেই। একসময় বাংলার হয়ে একের পর এক সাফল্য এনে দিলেও প্রত্যাশিত সমর্থন না পেয়ে রাজ্য ছেড়ে হরিয়ানায় পাড়ি দিয়েছিলেন অঙ্কুর ভট্টাচার্য। সেই ১৯ বছরের বঙ্গসন্তানই এবার কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের সিঙ্গলসে সোনা জিতে বুঝিয়ে দিলেন, প্রতিভাকে আটকে রাখা যায় না।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২২তম কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত আয়োজক দেশ হওয়ায় অতিরিক্ত কোটায় সুযোগ পেয়েছিলেন অঙ্কুর। মাত্র দু'সপ্তাহ আগেই এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথের মূল ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনি। সেই হতাশাকেই শক্তিতে পরিণত করে গোটা টুর্নামেন্টে দুরন্ত পারফরম্যান্স উপহার দেন বাংলার এই প্যাডলার।

ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন বন্ধু ও ডাবলস সঙ্গী পায়স জৈন। প্রায় ৭০ মিনিটের স্নায়ুচাপের লড়াইয়ে ২–৩ গেমে পিছিয়ে থেকেও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন করে ৪–৩ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেন অঙ্কুর। জয়ের মুহূর্তে গ্যালারিতে বসে থাকা মা কুন্তলী ভট্টাচার্যের উদ্দেশে উড়িয়ে দেন ফ্লাইং কিস। পরে কোচ তথা বাবা অংশুমান ভট্টাচার্যকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস ভাগ করে নেন।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অঙ্কুরের

কণ্ঠে ছিল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আক্ষেপও। তিনি বলেন, 'এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট ছিল। নিজেকে প্রমাণ করার ছিল যে আমি ভারতীয় দলে থাকার যোগ্য। এশিয়ান গেমসের দলেও আমার জায়গা হওয়া উচিত ছিল।'

তবে সোনা জয়ের পথ মোটেও সহজ ছিল না। প্রি–কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়ার ওয়ং চি শেনকে ৪–০ ব্যবধানে হারানোর পর কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার নিকোলাস লামকে পরাস্ত করেন। সেমিফাইনালে ভারতের অন্যতম সেরা প্যাডলার মানব ঠক্করকে ৪–১ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। এরপর পায়স জৈনের বিরুদ্ধে স্নায়ুর লড়াইয়ে শেষ হাসিটাও হাসেন তিনিই।

অঙ্কুরের সাফল্যের পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে তাঁর বাবা অংশুমান ভট্টাচার্যের। কোনও বিদেশি কোচের অধীনে নয়, বাবার প্রশিক্ষণেই নিজের খেলাকে আরও ধারালো করেছেন তিনি। বিশেষ করে ফোরহ্যান্ডে তাঁর উন্নতি এবারের প্রতিযোগিতায় স্পষ্টভাবে চোখে পড়েছে।

কয়েক মাস আগেই বাংলা ছেড়ে হরিয়ানার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অঙ্কুর। তাঁর অভিযোগ ছিল, বাংলায় প্রাপ্য সহযোগিতা ও সুযোগ পাননি। সেই সিদ্ধান্তের পর থেকেই নানা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কমনওয়েলথের সোনা জিতে সমালোচকদেরও কার্যত চুপ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। অঙ্কুরের কথায়, 'অনেকে সন্দেহ করেছিল আমি শুধু আয়োজক দেশের অতিরিক্ত কোটায় সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু আমি জানতাম, নিজের সেরাটা খেলতে পারলে যে কাউকে হারানো সম্ভব।'

এই সাফল্যের পরও বিশ্রামের সুযোগ নেই। কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ন হয়েই তিনি রওনা দিয়েছেন সুইডেন স্ম্যাশে অংশ নিতে। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং আরও উন্নত করার লক্ষ্য নিয়েই ইউরোপের মঞ্চে নামবেন তিনি।

উল্লেখ্য, এবারের কমনওয়েলথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। সাতটি সোনার মধ্যে ছয়টিই জিতেছে ভারত। মহিলাদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন যশস্বিনী ঘোরপাড়ে। মহিলা দলগত খেতাব জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন বাংলার সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও সিন্ড্রেলা দাস। সিন্ড্রেলা ডাবলসেও সোনা জিতেছেন এবং টুর্নামেন্টের সেরা মহিলা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন বাংলারই সৌরভ চক্রবর্তী। তবে পুরুষদের সিঙ্গলসে সবচেয়ে উজ্জ্বল সাফল্যের আলো এবার নিঃসন্দেহে অঙ্কুর ভট্টাচার্যের নামেই লেখা রইল।

৫৩.০৯ কোটির বিনিয়োগে ৩৯ পদক

কমনওয়েলথে পদক জয়ে খরচ গড়ে প্রায় ১.৩৬ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে ৩৯টি পদক জিতে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে ভারত। ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো ও ৯টি ব্রোঞ্জ জয়ের এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে ৫৩.০৯ কোটি টাকার সরকারি বিনিয়োগ। সেই হিসেবে প্রতিটি পদকের জন্য ভারতের গড় খরচ পড়েছে প্রায় ১.৩৬ কোটি টাকা।

এবারের কমনওয়েলথ গেমসে শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, হকি ও টেবিল টেনিসের মতো ভারতের ঐতিহ্যবাহী পদকজয়ী খেলাগুলি ছিল না। তবুও সীমিত ইভেন্টে এই সাফল্য দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামোর অগ্রগতিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিদেশে প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, কোচিং, স্পোর্টস সায়েন্স এবং আধুনিক সরঞ্জামের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হয়।

সবচেয়ে সফল বিনিয়োগ এসেছে বক্সিং ও ভারোত্তোলনে। বক্সিং দলের প্রস্তুতিতে ১০ কোটির বেশি খরচ করে ভারত জিতেছে ১০টি পদক, যার মধ্যে রয়েছে রেকর্ড সাতটি সোনা। অর্থাৎ, প্রতি পদকে খরচ হয়েছে প্রায় ১ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ৭.৫ কোটি টাকার বিনিয়োগে ভারোত্তোলনে এসেছে ৮টি পদক–একটি সোনা, ছয়টি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ। ফলে প্রতি পদকে খরচ ৯৪ লক্ষ টাকারও কম। সব মিলিয়ে গ্লাসগোয় ভারতের সাফল্য শুধু পদক সংখ্যায় নয়, বিনিয়োগের কার্যকারিতার নিরিখেও নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভারতের সাফল্যের অন্যতম বড় চমক ভারতীয় সেনাবাহিনীর অ্যাথলিটরা। ১২২ সদস্যের দলে ছিলেন ২০ জন সেনাকর্মী। সংখ্যায় মাত্র ১৬ শতাংশ হলেও দেশের মোট ৩৯টি পদকের মধ্যে ১৬টিই এসেছে তাঁদের হাত ধরে। সেনা অ্যাথলিটরা জিতেছেন ৮টি সোনা, ৭টি রুপো এবং ১টি ব্রোঞ্জ। দেশের নিরাপত্তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চেও তাঁরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

চোট কাটিয়ে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ হিসেবে কমনওয়েলথ গেমসকে বেছে নিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নীরজ চোপড়া। পুরুষদের জ্যাভলিনে ৮৫.৮৩ মিটার ছুড়ে রুপোর পদক জেতেন তিনি। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে উজ্জ্বল নায়েব সুবেদার গুলবীর সিং। ১০,০০০ মিটারে রুপো এবং ৫,০০০ মিটারে ব্রোঞ্জ জিতে একই আসরে জোড়া পদক এনে দেন তিনি। ডেক্যাথলনে ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস গড়েন তেজস্বিন শংকর। তবে ভারতের সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে বক্সিংয়ে। দেশের ১৩টি সোনার মধ্যে ৭টিই এসেছে রিং থেকে। আরও উল্লেখযোগ্য, এই সাত সোনাজয়ীর মধ্যে ছয়জনই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য।

৪৪তম জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ আগষ্ট বাঁকুড়া জেলা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ও কেন্দুয়াডিহি মিলনী সংঘের ব্যবস্থাপনায় ৪৪তম সারাদিনব্যাপী জেলা যোগাসন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক অনীশ দাশগুপ্ত, জেলা পুলিশ সুপার, বাঁকুড়ার বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানা, ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখা, জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী সভাপতি সুদীপ চক্রবর্তী, যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল গাঙ্গুলী, মিলনী সংঘের সভাপতি রবীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রবীন মণ্ডল জানান, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বিভাগে মোট ২৩৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সফল প্রতিযোগীরা আসন্ন রাজ্য প্রতিযোগিতা বর্ধমান শহরে ওয়েস্ট বেঙ্গল যোগ অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আগামী ১৪–১৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রতিযোগিতায় যাবার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল যোগ অ্যাসোসিয়েশন একমাত্র সংগঠন যে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অনুমোদন প্রাপ্ত। বিকেলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এ সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অমিতাভ চট্টরাজ।

অর্থাভাবে থমকে আসানসোলের অনামিকার স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া–প্যাসিফিক পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোর পদক জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন আসানসোলের অনামিকা মুখোপাধ্যায়। সেই সাফল্য তাঁকে আগামী সেপ্টেম্বরে কানাডায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা এনে দিয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে লড়াই করার স্বপ্ন এখন থমকে রয়েছে অর্থাভাবে।

আসানসোলের মহিশীলার বাসিন্দা অনামিকার বাবা সুকুমার মুখোপাধ্যায় একজন নিরাপত্তারক্ষী। মা–ও অস্থায়ী কাজের সঙ্গে যুক্ত। সীমিত আয়ের সংসারে পাওয়ারলিফটিংয়ের মতো ব্যয়বহুল

খেলা চালিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। অথচ মাত্র চার বছর আগে ওজন কমানোর উদ্দেশ্যে জিমে ভর্তি হওয়া অনামিকা কোচের উৎসাহে এই খেলায় আসেন। তারপর জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে একের পর এক সোনা জিতে জায়গা করে নেন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত এশিয়া–প্যাসিফিক চ্যাম্পিয়নশিপে ৫২ কেজি বিভাগে মোট ৩২০ কেজি ওজন তুলে রুপোর পদক জেতেন তিনি। তবে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেই প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ঋণ ও শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় সেই অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হলেও আগামী কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে প্রয়োজন প্রায় চার লক্ষ টাকা। অনামিকার কথায়, 'ওপেন বিভাগে খেলি বলে কোনও সরকারি সহায়তা পাইনি। কানাডায় কমনওয়েলথে অংশ নিতে চাই, কিন্তু অর্থের অভাবে এগোতে পারছি না। কেউ পাশে দাঁড়ালে দেশের জন্য আরও সাফল্য এনে দিতে পারব।'

পাওয়ারলিফটিংয়ে প্রয়োজনীয় পোশাক, বেল্ট, নি–ক্যাপ, ডায়েট ও সাপ্লিমেন্টের খরচও বিপুল। মেয়ের সাফল্যে গর্বিত হলেও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত বাবা সুকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর আশা, সরকার বা কোনও সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে অনামিকা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের হয়ে আরও সাফল্য এনে দিতে পারবেন।

পেটে টান, পায়ে সস্তার জুতো, তবু দৌড়ে স্বপ্নের পথে শর্মিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভাব তাঁর দৌড় থামাতে পারেনি। পরনে নামী ব্র্যান্ডের স্পোর্টস পোশাক নেই, পায়ে নেই দামি 'রানিং শু'। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরনোর অবস্থা। তবু প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেই ট্র্যাকে ছুটে চলেছেন হুগলীর বলাগড়ের মিলনগড়ের মেয়ে শর্মিলা মণ্ডল। আর সেই দৌড়েই এল জোড়া সাফল্য। রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব ২৩ মেয়েদের বিভাগে ১৫০০ মিটার ও ৫০০০ মিটার দুই ইভেন্টেই তৃতীয় হয়ে জিতলেন ব্রোঞ্জ পদক।

৯–১২ জুলাই সল্টলেকের সাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয় ৭৪ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। অনূর্ধ্ব ২৩ মেয়েদের ১৫০০ মিটার ফাইনালে লড়াই করেন ৮ জন প্রতিযোগী। মাত্র ৪ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে তৃতীয় স্থান দখল করেন শর্মিলা। অন্যদিকে ৫০০০ মিটারে ৯ জনের প্রতিযোগিতায় ১৯ মিনিট ২৭ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে ফের ব্রোঞ্জ পদক জিতে নেন তিনি।

তবে শর্মিলার এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে দীর্ঘ লড়াইয়ের গল্প। মাত্র ১৬ বছর বয়সে জিরাটের বীণাপানি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে কোচ অর্জুন সরকারের কাছে অ্যাথলেটিক্সের প্রশিক্ষণ শুরু। পরে ২০২২–২৩ সালে বলাগড় শ্রীপুর মাঠে কোচ তরুণ কান্তি ঘোষের কাছে অনুশীলন করেন। বর্তমানে কলকাতার সরোবর অ্যাথলেটিক সেন্টারে কোচ সুভাষ সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এই প্রতিভাবান অ্যাথলিট। কোচ সুভাষ সরকারের কথায়, 'শর্মিলা আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ওর প্রতিভা রয়েছে। আগামীদিনে অনেক দূর এগোবে।'

কিন্তু ট্র্যাকের প্রতিপক্ষের পাশাপাশি শর্মিলার লড়াই চলছে ঘরের অভাবের সঙ্গেও। পূর্ব বর্ধমানের কালনা কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয় তাঁকে। সংসারের জাঁতাকলে আটকে গেলেও থেমে যায়নি তাঁর দৌড়। বরং প্রতিটি প্রতিযোগিতাই হয়ে উঠেছে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই।

শর্মিলার বাবা পরিতোষ মণ্ডল অন্যের জমি লিজ নিয়ে চাষ করেন। মা শিপ্রা গৃহবধূ। ভাই প্রকাশ বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সীমিত আয়ের সংসারে মেয়ের ক্রীড়া প্রশিক্ষণের খরচ জোগানোই যেখানে কঠিন, সেখানে শর্মিলার স্বপ্ন আরও বড় ,আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। শর্মিলার কথায়, 'আমার স্বপ্ন, আন্তর্জাতিক স্তরে খেলা' এই স্বপ্নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা অর্থের অভাব। বাবা পরিতোষ বলেন, 'মেয়েকে খেলার ভাল জুতো কিনে দিতে পারি না। একটা ভাল জুতোর দাম ১২–১৫ হাজার টাকা। সস্তার ১০০০ থেকে ১২০০ টাকার জুতো পরেই অনুশীলন করে। ভাল খাবারও দিতে পারি না। এ ভাবেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। চাই, ও ভাল খেলে পরিবারের নাম আরও উজ্জ্বল করুক।' মা শিপ্রারও একটাই আশা 'মেয়ে ভাল খেলে প্রতিষ্ঠিত হোক, সেটাই চাই। সরকারি সাহায্য পেলে মেয়ে আরও দূরে যাবে।'

শর্মিলার সাফল্য অবশ্য হঠাৎ আসেনি। ২০২৪ সালে জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় ৫০০০ মিটারে সোনা জেতেন তিনি। পরের বছর ১৮–২৫ বছর বয়সি বিভাগে কলকাতায় একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় রুপো পান। এবার রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে জোড়া ব্রোঞ্জ তাঁর স্বপ্নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল। একদিকে আর্থিক অনটন, অন্যদিকে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার যন্ত্রণা সবকিছুকে পেছনে ফেলে শর্মিলা ছুটছেন নিজের লক্ষ্যের দিকে।

পায়ে হয়তো হাজার টাকার জুতো, কিন্তু চোখে তাঁর স্বপ্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চের। শর্মিলার এই দৌড় শুধু পদকের জন্য নয়, অভাবকে হারিয়ে উঠে দাঁড়ানোরও এক অনুপ্রেরণার গল্প।

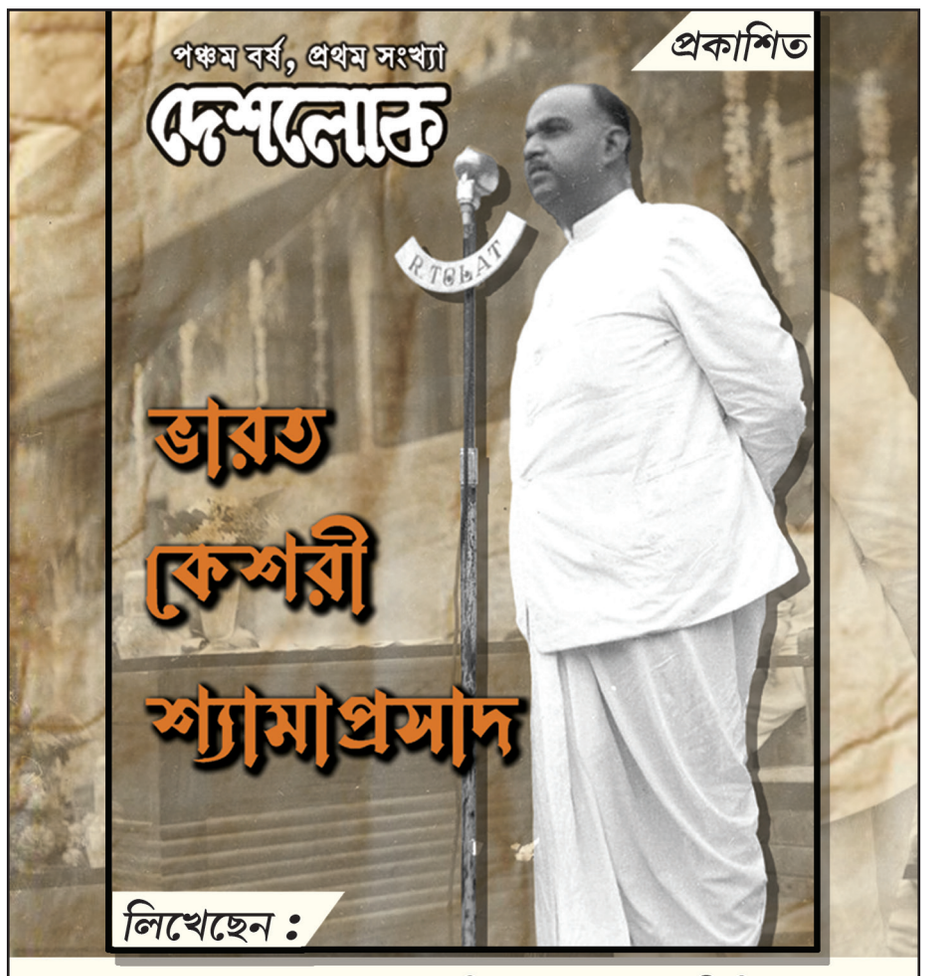

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com